পবিত্র মসজিদে নববিতে সাড়ে ৭ কোটি মুসল্লি

সারে-জমিন

রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সে প্রথম বাঁকুড়ার কিংশুক

রূপসী বাংলা

ভারতের ভোটাররা অবশেষে জেগে উঠছেন

সম্পাদকীয়

ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত জয়নগরে

সাধারণ

বিশ্বকাপে উগান্ডার ঐতিহাসিক জয়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৭ জুন, ২০২৪
২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২৯ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 154 ■ Daily APONZONE ■ 7 June 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

৩০ লক্ষ কোটি টাকার এক্সিট পোল দুর্নীতি মোদি-শাহের: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার শপথ নেওয়ার আগেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বৃহস্পতিবার প্রাক্তন (এবং সম্ভাব্য) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করলেন। বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফলের অসঙ্গতির কারণে গণনার দিন শেয়ার বাজারের পতন নিয়ে তিনি সরব হন। নয়াদিল্লিতে এআইসিসি-র সদর দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধি সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত শেয়ার বাজারের সন্দেহজনক কার্যকলাপের কথা তুলে ধরেন।

তিনি মোদী ও শাহের বিরুদ্ধে "বৃহত্তম শেয়ার বাজার দুর্নীতিতে" "সরাসরি জড়িত" থাকার অভিযোগ করেন। রাহুলের অভিযোগ এই দুর্নীতির ফলে খুচরা বিনিয়োগকারীরা ৩০ লক্ষ কোটি টাকা হারিয়েছেন।

মোদি ও শাহের প্ররোচনায় এক্সিট পোলগুলি বাজারে বিশেষভাবে তৈরি করে ছাড়া হয়েছিল বলে ইঙ্গিত করে রাহুল এই দুর্নিতে লোকসভার যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

রাহুল গান্ধি আরও অভিযোগ করেন, বিজেপির শীর্ষ নেতারা বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়েছিলেন যা বাজারের কারচুপি ও বিশেষ আর্থিক অস্থিতিশীলতার দিকে পরিচালিত করেছিল।

তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, তাদের কর্মকাণ্ড সরাসরি অর্থনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করেছে। দুর্নীতির রহস্য উন্মোচন করতে ও তার জবাবদিহিতা দাবি করে জেপিসির দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন রাহুল।

রাহুল বলেন, প্রথমবার আমরা লক্ষ্য করেছি যে নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী শেয়ার বাজার নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পুঁজিবাজার দুর্বার গতিতে বাড়ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ৪ জুন শেয়ার বাজার ঊর্ধ্বমুখী হবে এবং আপনাদের সকলেরই বিনিয়োগ করা উচিত। একই ধরনের মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রীও। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে "জাল এক্সিট পোল" এর পরে বাজারগুলি উত্থিত হয়েছিল, কেবল ৪ জুন নাটকীয়ভাবে ধস নামে, যেদিন ভোট গণনা করা হয়েছিল।

লোকসভা ভোটে বিধানসভার নিরিখে কংগ্রেস ১১, সিপিএম ১

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফর প্রকাশের পর তা নিয়ে এখন বিশ্লেষণ চলছে। রাজ্যের ৪২ টি আসনের মধ্যে তৃণমুল পেয়েছে ২৯টি, বিজেপি ১২ টি ও কংগ্রেস একটি। সিপিএমে বা বামেদের ভাগ্যে কোনও আসন জোটেনি। এই নিয়ে পরপর দুটি লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম বা বামেরা শূন্য হয়ে থাকল পশ্চিমবঙ্গে। যদিও ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে রাজ্যের ৪২ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ২২, বিজেপি ১৮ এবং কংগ্রেস দু'টিতে জিতেছিল। ওই নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এ রাজ্যে তৃণমূল এগিয়ে ছিল ১৬৪টি বিধানসভা আসনে। অন্য দিকে বিজেপি এগিয়ে ছিল ১২১টিতে। অন্য দিকে, কংগ্রেসের নটি বিধানসভা আসনে লিড থাকলেও বামেরা নেমে গিয়েছিল শূন্যে। কিন্তু ২২১ বিধানসভা নির্বাচনে সেই সমীকরণ মেলেনি। এবারের লোকসভা নির্বাচনের মতো ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনেও বুথ ফেরত সমীক্ষার আবাসকে ছাড়িয়ে গিয়ে তৃণমুল একাই পায় ২১৩টি আসন। যদিও পরে উপনির্বাচনে জঙ্গিপুর ও শামসেরগঞ্জ আসন দুটিও তারা পায়। আর বিজেপি থেমে যায় ৭৭টি আসনে। কংগ্রেস ও সিপিএম বা বামেরা কোনও আসন না পেলেও তাদের জোট সঙ্গী আইএসএফ ভাঙড় বিধানসভা আসনে জয়ী হয়। তাও অনেকে ফুরফুরার পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী ফুরফুরার পরিবারের ভূমিকার কারণে আসনটি লাভ করেন বলে বলা হয়। ফলে,

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে পরিণত হয় বিজেপি। যদি, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চিত্রটি ছিল অন্যরকম। তৃণমূল ২১১টি কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল। কংগ্রেস ৪৪ ও বাম দলগুলি ৩২ টিতে জিতেছিল। বিজেপি মাত্র তিনটি আসন জিতেই ক্ষান্ত হয়েছিল।

২০২১ সালে সেই কংগ্রেস বা সিপিএম একেবারে হারিয়ে গেলেও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভার নিরিখে খানিকটা প্রাণ পেয়েছে বলে তথ্য পরিসখ্যান বলছে। লোকসভা ভোটের নিরিখে রাজ্যে বিধানসভা আসনুগলিতে তৃণমূলের আসন সংখ্যা প্রায় ৩০টি কমেছে। তাদের সংখ্যা ২১৫ থেকে কমে ১৯২ হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। আর বিজেপির লোকসভা নির্বাচনে আসন কমলেও বিধানসভা আসনের ভিত্তিতে সংখ্যা বেড়েছে। বিজেপি ৯০টি বিধানসভা কেন্দ্রে জিতেছে। একই সঙ্গে অন্য বিরোধী দল কংগ্রেস অনেকটাই প্রাণ পেয়েছে। রাজ্যের ১১টি বিধানসভা আসনে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। আর বেশ কিছু আসনে তারা বিজেপিকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। অপরদিকে তাদের জোটসঙ্গী সিপিএম একটি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

যদিও, যে ভাঙড় কেন্দ্রে আইএসএফের পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী জিতে গত বিধানসভা নির্বাচনে একাই কংগ্রেস-সিপিএম-আইএসএফ জোটের মুখরক্ষা করেছিলেন তা ধরে রাখতে পারলেন না লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে। লোকসভা নির্বাচনে দেখা গেছে উত্তরবঙ্গে বিজেপির প্রভাব। মুর্শিদাবাদ সহ উত্তরবঙ্গেই কংগ্রেস বা সিপিএম তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। অবশ্য সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের পুরনো ঘাঁটি বলে পরিচিত মালদা ও মুর্শিদাবাদেই মূলত তারা তাদের ক্যারিশমা দেখাতে পেরেছে। সব মিলিয়ে কংগ্রেস ১১টি বিধানসভা আসনে বিজয় পেয়েছে। তার মধ্যে কংগ্রেস ৯টি আসনে প্রথম স্থানে থেকে দ্বিতীয় করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। আর দুটি আসনে বিজেপি রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

কংগ্রেস মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে চাঁচল. হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতীপুর ও রতুয়া বিধানসভা আসনে এগিয়ে রয়েছে। চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রে লোকসভার কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম যেখানে পেয়েছেন ৬৭২৬৫ ভোট, সেখানে তৃণমূলের প্রসূন ব্যানার্জি পেয়েছেন ৬৬৯১১ ভোট। আর বিজেপির খগেন মুর্মু পেয়েছেন ৫০৬২৩টি ভোট। হরিশ্চন্দ্রপুরে কংগ্রেস পেয়েছে ৭৪১০৯, তৃণমূল ৬৯৭৬৬ ও বিজেপি ৪৯৪৩৩ ভোট। মালতীপুরে কংগ্রেস ৭৭৭২০ ও রতুয়ায় ৯১৮৮০ ভোট পেয়ে শীর্ষে রয়েছে।

মালদার মোথাবাড়িতে কংগ্রেসের ঈশা খান চৌধুরি ৭৭২৩৫ ভোট পেয়ে প্রথমে থাকলেও বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে। এছাড়া ফরাক্কায় কংগ্রেস প্রথম হলেও দ্বিতীয় স্থনে বিজেপি। আর কংগ্রেস প্রথম স্থানে আছে সুজাপুর ও শামসেরগঞ্জেও। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে অধীর চৌধুরী ৮৩৪০১ ভোট পেয়ে শীর্ষে থাকলেও দ্বিতীয় স্তানে বিজেপি। লালগোলায় কংগ্রেস প্রার্থী মোর্তজা হোসেন ৮১৭৪৫ ভোট পেয়ে প্রথম স্থানে। আর উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় কংগ্রেস প্রার্থী আলি ইমরান রামজ ভিক্টর ৫৯৮২৫ ভোট পেয়ে শীর্ষে রয়েছে। সিপিএমের মুহাম্মদ সেলিম শুধু মুর্শিদাবাদের রানীনগর কেন্দ্রে ৯৬৩১০ ভোট পেয়ে তৃণমূলকে দ্বিতীয় করে দিয়েছেন।

বিধানসভার ১৭ আসনে বামেদের পিছনে ফেলে ৩য় শক্তি আইএসএফ

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সিপিএম জোট এবারে নির্বাচনে বিধানসভার জোট সঙ্গী আইএএসএফকে সঙ্গে নেয়নি। ফলে লোকসভা নির্বাচনে একাই লড়ছে আইএসএফ।তবে, লোকসভা নির্বাচনে প্রথম বার নির্বাচনে নেমে রাজ্যের চারটি লোকসভা আসনে কংগ্রেস সিপিএম জোটকে পিছনে ফেলে আইএসএফ তৃতীয় স্থান দখল করে নিয়েছে সেই চারটি আসন হল বসিরহাট, বারাসত, জয়নগর ও মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্র।

আর এবারে লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভার নিরিখে রাজ্যে ১৭টি আসনে আইএসএফ বাম কংগ্রেস জোটকে পিছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে আইএসএফ জয়ী হলেও লোকসভা ভোটের নিরিখে ভাঙড় বিধানসভা আসনটি ধরে রাখতে পারছে না আইএসএফ। ভাঙড়ে তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ শীর্ষে রয়েছেন।

তবে, এবারের লোকসভা নির্বাচনে একাদ বাম দুর্গ বলে পরিচিত এলাকায় থাবা বসিয়েছে আইএসএফ। ফলে, ১৭টি বিধানসভা আসনে আইএসএফ পিছনে ফেলে দিয়েছে বামেদের। সন্দেশখালিতে সিপিএমে প্রার্থী করেছিল প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সরদারকে। কিন্তু আইএসএফ প্রার্থী আখতার রহমান বিশ্বাস যেখানে ৭৫৬৬ ভোট পেয়েছেন সেখানে সিপিএমের নিরাপদ সরদার পেয়েছেন মাত্র ৩৮২৫। বিসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে মধ্যে মিনাখাঁ

বিধানসভায় আইএসএফ ২৫২০৪ পেলেও সিপিএম পেয়েছে ৫৬২৫। অনুরূপভাবে বাদুড়িয়ায় আইএসএফ ২০২৮১, সিপিএম ১৮৭৯৮ ভোট পেয়েছে। বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে দেগঙ্গা বিধানসভা আসনে দ্বিতীয় স্থানে আছে আইএসএফ। তৃণমূল প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার যেখানে ১১০৬২৭ ভোট পেয়েছেন সেখানে আইএসএফের তাপস ব্যানার্জি ৫০২৪৯ পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয় বিজেপিও চতুর্থ ফরওয়ার্ড ব্লক। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, জয়নগর (তফ.), ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রে আরএসপিকে পিছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে আইএসএফ প্রার্থী মেঘনাথ সাহা। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কাকদ্বীপ, কুলপি, রাযদিঘি, মন্দিরবাজার ও মগরাহাট পশ্চিমে আইএসএফ প্রার্থী অজয় কুমার দাস সিপিএমের শরৎচন্দ্র হালদারকে পিছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে। এছাড়া ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা কেন্দ্রেও সিপিএমের প্রতীকুর রহমানকে পিছনে ফেলে তৃতীয় স্থান দখল করেছেন আইএসএফের মজনু লস্কর।

প্রথম নজর

রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সে প্রথম বাঁকুড়ার কিংশুক পাত্র

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সে প্রথম হয়েছে বাঁকুড়া জিলা স্কুলের কিংশুক পাত্র। বাঁকুড়া শহরের ইন্দ্রপ্রস্থ এলাকার বাসিন্দা কিংশুক ছোট থেকেই বাঁকুড়া জিলা স্কুলের ছাত্র। অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্র এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৭৭ নম্বর পেলেও মেধা তালিকায় স্থান পায়নি। সেই খেদ মিটল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায়। সকলকে টপকে একেবারে রাজ্যে প্রথম হয়েছে কিংশুক। কিংশুকের এই সাফল্যে গর্বিত তার পরিবার। ডাক্তারি নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং কোন পথে এগোবে কিংশুক তা এখনো সেভাবে ঠিক করেনি কিংশুক। তার পছন্দের বিষয় অঙ্ক।

দৈনিক মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে হাওড়া পুরসভায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, নিয়মিত বেতন সহ বিভিন্ন দাবিতে হাওড়া পুরসভায় স্বাস্থ্য কর্মীরা বৃহস্পতিবার দুপুরে বিক্ষোভ দেখান। পরে তাঁরা পুরসভার গেটের বাইরে রাস্তায় বসে অবরোধ শুরু করেন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এখনো রাস্তা আটকে বিক্ষোভ চলছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে হাওড়া থানার পুলিশ। অবরোধকারীদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেও এখনো পর্যন্ত অবরোধ ওঠেনি। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরত স্বাস্থ্য বিভাগের মহিলা কর্মীরা এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, গত তিনমাস ধরে তাঁরা কাজের টাকা পাচ্ছেন না। তাঁদের দৈনিক মজুরির টাকা বৃদ্ধি করা হচ্ছেনা। তাঁদের দিয়ে ফোনে অ্যাপসের মাধ্যমে কাজ করানো হচ্ছে যার ঘোরতর বিরোধী তাঁরা। ফোনের এই অ্যাপসের কাজের জন্যে আলাদা নেটের খরচ দেওয়া হচ্ছেনা। ডোর টু ডোর ঘুরে ডেঙ্গু, সার্ভে, বর্জ্য সংগ্রহ সহ বিভিন্ন কাজ করানো হচ্ছে তাঁদের দিয়ে। অথচ উপযুক্ত পারিশ্রমিক মিলছে না। সব মিলিয়ে কয়েক হাজার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী এদিন জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে গাছ কেটে পরিবেশ নষ্ট করার অভিযোগ

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: লজ্জা এই শহরের সব থেকে বড় লজ্জা, যেখানে শহরের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বাচ্চাদেরকে শিক্ষা প্রদান করে পরিবেশ রক্ষা করার, সেখানে হুগলি জেলার চুঁচুড়া বিধানসভার এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবেশ নষ্ট করার মত কাজ করে দেখালেন। ৫ই জুন সাধারণত সারা বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের শেখায় গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও। কিন্তু চুঁচুড়া বিধানসভার অন্তর্গত ডানলপ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল একেবারে ঠিক তার উল্টো কাজটাই করে বসলেন বলে অভিযোগ। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন সকাল সকাল কেটে ফেললেন স্কুল পরিসরে থাকা একটি বড় গাছ। যদি ওই স্কুল কমিটির সেক্রেটারি মদন লাল রাউত জানান গাছটি শুকিয়ে গিয়েছিল তাই গাছটিকে কেটে ফেলা হয়েছে, কিন্তু ওই স্কুলের ওই কমিটিরই প্রেসিডেন্ট বিপ্লব সরকার জানান স্কুলের কাউকে জানানো হয়নি। সেক্রেটারি সকাল সকাল এসে নিজের মন মতো গাছটিকে কাটিয়ে ফেলেছেন। ইতিমধ্যেই সেক্রেটারিকে এই কাজের জন্য স্কুলের তরফ থেকে শোকজ করা হয়েছে যদিও এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বিপ্লব সরকার জানান মদন লাল রাউত এই ইস্কুলের অভিভাবকদের মধ্যে কেউ নন, তবুও জোর করে সেক্রেটারি পদে বসে আছেন নিশ্চয়ই এর মধ্যে তার কোনোরকম স্বার্থ আছে। আমরা অবশ্যই এই বিষয়ে নজর দেব, এবং আগামী দিনে যাতে এই ধরনের অনৈতিক কাজ স্কুলের মধ্যে না হয় সেদিকে আমরা খেয়াল রাখব। কিন্তু বিপ্লববাবুর প্রশ্ন যেখানে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানো হচ্ছে পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে গাছ বাঁচাতে হবে সেখানে একজন স্কুলের সেক্রেটারি কিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই গাছ কাটতে পারেন। এদের উপর কি কোন রকম আইনি ব্যবস্থা হতে পারে না।

পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে কাজ করবেন সায়নী

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: নির্বাচনে জয়লাভের পরই বারুইপুর পশ্চিমে কর্মী সমর্থকদের সাথে দেখা করে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে বারুইপুরে এলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষ।

বারুইপুর রবীন্দ্র ভবনে কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন,কয়েকদিন ছুটি তারপর আবার লড়াইয়ে নেমে পড়তে হবে। একটা নির্বাচন শেষ। আর একটা নির্বাচন আসছে। অনেকের অসুবিধা হবে কিন্তু আমি ছাড়ব না। দল কে আগে দেখতে হবে। সায়নী বলেন, পুরসভার থেকে আমার আশা ছিল অনেক লিডের। কিন্তু তা পূরণ হয়নি। আমি নিজে প্রত্যেকটা পাড়ায় পাড়ায় যাব, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যাব, যেখানে যেখানে খারাপ ফল হয়েছে সেখানে আমি নিজে গিয়ে স্কুটিনি করব, আগামী নির্বাচনে আরো ভালো ফল করতে হবে।একমাসের মধ্যে হেল্পলাইন নম্বর চালু হবে। যেখানে মানুষ অফিসে সাংসদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। সমস্যা জানাতে পারবেন। পাশাপাশি, পুরসভার যে সব ওয়ার্ডে মাইনাস হয়েছে সেখানে আমি নিজে কাজ করব। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বারুইপুর রবীন্দ্রভবনে এসে এমনই বললেন সদ্য নির্বাচিত যাদবপুর লোকসভার তৃণমূলের প্রার্থী সায়নী ঘোষ।

আমি মাঝে মাঝে আসব না। সব সময়ই আসব। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন। সায়নী এক প্রকার তার ঘন্টা বাজিয়ে দিলেন।

বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আত্মঅহংকারের জন্য আমাদের লিড কমেছে।

এদিনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ছিলেন বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানন দাস, পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী।

সোমনাথ স্যারের 'সহায়তায়' আল-আমীনের কোচিং নিয়েই হবু ডাক্তার এতিম ফারহান

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্য তথা দেশের একাধিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা যখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সমাজকে বিভক্ত করে বিভেদের প্রাচীরকে মোটা করে,তখন ব্যতিক্রমী কিছু ঘটনাও সেই বিভেদের প্রাচীর কে ভেঙে ফেলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে চলে। সোমনাথ বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে আল-আমীন থেকে কোচিং নিয়ে পিতাহীন শেখ ফারহান এখন হবু ডাক্তার। হাওড়া জেলার বাঁকড়ার বাসিন্দা শেখ ফারহান। চার দিদি দুই ভাই কেউই মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোইনি। সবার ছোট ফারহান তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় বাবা শেখ রফিকের মৃত্যু হয় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। দিদিদের বিয়ে হয়ে গেলেও বাবা মারা যাওয়ার পর কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয় পরিবার। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে হিসাব মতো ফারহানের পড়াশোনাও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তবুও মা শেখ রিজওয়ান ২০১৫ সালে ছেলেকে নিয়ে স্থানীয় পাঁচাশী হাইস্কুলে নিয়ে যান ভর্তি করাতে। বিস্তারিত জানান বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, মায়ের করুন আর্জিতে বাবা হীন শেখ ফারহানের পড়াশোনার দায়িত্ব নেয় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। কিছুটা চিন্তামুক্ত হলেও মেধাবী ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিল মা। ২০১৬ সালে ফারহানের বিদ্যালয়ে নিয়োগ পান কম্পিউটার সাইন্সের শিক্ষক সোমনাথ বিশ্বাস। ফারহানের অসহায়ত্বের ঘটনা দাগ কাটে সোমনাথ বিশ্বাসের মনে। দিনে দিনে শেখ ফারহান বিদ্যালয়ের মেধাবীদের তালিকায় স্থান দখল করে, ফারহানের গৃহ শিক্ষক ছিল বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই যারা অবসর সময়ে ফারহানকে সহায়তা করত। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফারহানের অংশগ্রহণ এবং সাফল্য মুগ্ধ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। সরকারি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় রাজ্যস্তরেও সাফল্য পেয়েছে সে। ২০২১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৬২ নম্বর পেয়ে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিল ফারহান। ২০২৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে ৪৩৯ নম্বর পেয়েছিল সে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সোমনাথ বিশ্বাস প্রতিটি পদক্ষেপেই নজর রাখত ফারহানের। উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তী সময়ে সোমনাথ বাবু ঠিক করে ফেলেন ফারহানকে নিজের খরচায় নিটের কোচিং দেবেন। খোঁজ পান আল আমীন মিশনের। ফারহানকে নিয়ে খলতপুর আল-আমীন মিশনের মেইন ক্যাম্পাসে চলে আসেন সোমনাথ বাবু। দেখা করেন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের সঙ্গে। নুরুল সাহেব বিষয়টি জেনে মাত্র ৩৯০ টাকা মাসিক ফিজে বজ বজ শাখায় নিট কোচিংয়ের জন্য সুযোগ করে দেন। এক বছর কোচিং নিয়ে শেখ ফারহান এবছর নিট-এ ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৫৩ নম্বর পেয়ে নজির গড়েছে। সর্বভারতীয় স্তরে ২৬৬৮৮ স্থানে রয়েছে সে। এই সম্পূর্ণ বিষয়টি আপনজন প্রতিনিধিকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান ফারহানের শিক্ষক তথা অভিভাবক সোমনাথ বিশ্বাস। একেবারে শান্তশিষ্ট নিপাট ভদ্র ছেলে ফারহান তখন স্যারের পাশে বসে। ফারহানের শিক্ষক সোমনাথ বিশ্বাসও বেশ আধ্যাত্মিক মানুষ তা একেবারে স্পষ্ট, গলায় তুলসী মালা, নমনীয় আচরণ যা ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক দৃঢ় করেছে। নিটে সফল হবু ডাক্তার শেখ ফারহানকে নিয়ে এদিন আল-আমীন মিশনের মূল শাখা খলতপুরে ছুটে আসেন সোমনাথ বাবু। মিশনের প্রধান এম নুরুল ইসলাম সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। এম নুরুল ইসলাম সাহেবও এই দৃষ্টান্তমূলক ঘটনায় সোমনাথ বিশ্বাসকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান এবং ফারহানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। ফারহান ও তাঁর হার না মানা জীবনের সাফল্যের কাহিনী নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তার অভিভাবকসম শিক্ষক সোমনাথ বিশ্বাস এবং মিশনের প্রধান এম নুরুল ইসলামের প্রতি। সকলের প্রতি যে সে ঋণী তা অকপটে স্বীকার করেন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে সমস্ত ঋণ পরিশোধ চেষ্টা করবে বলেও আশাবাদী ফারহান। নিটে সাফল্য এবং প্রস্তুতির বিষয়ে ফারহান কথাই আল-আমীন মিশনের স্যারদের ছক বাধা নিয়মে সারাটি বছর নিয়ম মেনে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনা করেছি। পছন্দের তালিকায় গাছের রক্ষণাবেক্ষণ করতে খুব ভালবাসে ফারহান। আগামীতে চক্ষু বিশেষজ্ঞ হতে চাই সে। কারণ জানান, এই সুন্দর পৃথিবীটাকে কেউ যেন উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত না হয়। ফারহান যেমন চক্ষু বিশেষজ্ঞ হয়ে অসুস্থ মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছে। ঠিক তেমনি সোমনাথ-ফারহানের এই কাহিনীই হয়তো পৃথিবীর ধর্মান্ধ, এক চক্ষু, অসাম্প্রদায়িক মানুষগুলোর চোখ খুলে দেবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কড়া পদক্ষেপ নিল মালদা জেলা পুলিশ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্ম রুখতে এবং অপরাধ দমনে কড়া পদক্ষেপ নিল মালদা জেলা পুলিশ। মালদা শহরের প্রতিটি মূল প্রবেশদ্বারের রাস্তার মোড়ে বসানো হলো নাকা চেকিং পয়েন্ট। পরবর্তীতে এইসব নাকা চেকিং পয়েন্টে বসানো হবে সিসি ক্যামেরা। এই নাকা চেকিং পয়েন্ট গুলিতে একজন এএসআই পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার তার সাথে বেশ কয়েকজন সিভিক ভলেন্টিয়ার ও পুলিশ কর্মী নজরদারিতে যুক্ত থাকবেন। মালদা শহরের প্রবেশের ক্ষেত্রে যেগুলোই মূল রাস্তা রয়েছে সেইসব জায়গাগুলিকে বেছে নিয়েই এই নাকা চেকিং পয়েন্ট তৈরি করেছে জেলা পুলিশ। এরফলে সন্দেহজনক গতিবিধির যে কোনো যানবাহন অথবা মানুষদের দাঁড় করিয়ে তদারকি চালাতে পারবে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও কর্মীরা । জেলা পুলিশের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছে মালদার ব্যবসায়ী মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

দারিদ্র্যকে জয় করে গ্রামের মেয়ে মোহসিনার অনন্য কৃতিত্ব নিট-এ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া ১ অঞ্চলের বৌরগাছি গ্রামের একরামুল হক কৃষক দরিদ্র পরিবারের মেয়ে মোহসিনা খাতুন সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায নিট-২০২৪-এ নজর কাড়া সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি ৭২০ এর মধ্যে ৭০৫ নম্বর পেয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মোহসিনার এই সাফল্য তার কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। তার পরিবার আর্থিকভাবে অসচ্ছল হলেও, পড়াশোনার প্রতি তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে। তার বাবা-মা তাকে সবসময় উৎসাহিত করেছেন এবং তার পড়াশোনার জন্য সাধ্যমতো সবকিছু করেছেন। মোহসিনা জানান, "আমার এই সাফল্য আমার বাবা-মা এবং শিক্ষকদের জন্য। তাদের অব্যাহত সমর্থন ও প্রেরণার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।" গ্রামের মানুষজনও মোহসিনার এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি এবং তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা মনে করেন, মোহসিনা জেলার গর্ব এবং তার সাফল্য অন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরও অনুপ্রাণিত করবে। মোহসিনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি একজন ভালো ডাক্তার হয়ে গরিব মানুষের সেবা করতে চাই। তাদের জন্য কিছু করতে পারলে আমার এই সাফল্য সার্থক হবে।' মোহসিনার এই সাফল্য দেখিয়ে দেয় যে কঠোর পরিশ্রম, ইচ্ছাশক্তি, এবং সঠিক দিকনির্দেশনা থাকলে কোনো প্রতিবন্ধকতা সাফল্যের পথে বাধা হতে পারে না।

উল্লেখ্য, মোহসিনা গ্রামের একটি সরকারি স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। স্কুলের শিক্ষকরাও তার এই সাফল্যে গর্বিত এবং তার প্রশংসা করেছেন।

খণ্ডঘোষে ৩৮০০০ ভোটে এগিয়ে থেকেও বিষ্ণুপুর লোকসভায় তৃণমূলের হার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বিষ্ণুপুর লোকসভা টি সাতটি বিধানসভার মধ্যে পড়ে যার মধ্যে ছটা বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত , একটি বিধানসভা পূর্ব বর্ধমানে সেটা হচ্ছে খন্ডঘোষ। বিষ্ণুপুর লোকসভায় বিজেপির তরফ থেকে সৌমিত্র খান ও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে তারই প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মন্ডল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। খুবই সম্ভাবনা ছিল এই আসনটি তৃণমূল কংগ্রেস পুনরুদ্ধার করবে এবং সুজাতা মন্ডল জয় লাভ করবে। সেই হিসেবে সুজাতা মন্ডল আপ্রাণ লড়াই করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্গ খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ ও খণ্ডঘোষ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন সুজাতা মন্ডল কে জয়যুক্ত করার জন্য। সেই হিসাবে গত লোকসভায় যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিশ হাজার ভোটে খণ্ডঘোষ বিধানসভায় এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণুপুর লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের হার হয়েছিল। এবারেও ৩৮ হাজার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের লিড থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণুপুর লোকসভা টি মাত্র ছয় হাজার ভোটে সৌমিত্র খান জয়লাভ করেন। অন্যান্য বিধানসভা গুলি যেমন কোতল পুর,ওন্দা, পাত্রসায়ের ,বিষ্ণুপুর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ভালো রেজাল্ট না হওয়ায় বিষ্ণুপুর টি আবারো হারাতে হলো তৃণমূল কংগ্রেসকে। খণ্ডঘোষের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা চাইছেন যে বিষ্ণুপুর লোকসভা থেকে খণ্ডঘোষের নাম কেটে পূর্ব বর্ধমানের লোকসভার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হোক। বারবার তারা অনেক লড়াই সংগ্রাম করেন কিন্তু প্রতিবারই বিজেপি জয়লাভ করার জন্য এখানকার উন্নয়ন থমকে আছে। বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ ও ব্লক প্রেসিডেন্ট অপার্থিব ইসলামের আন্তরিক প্রয়াস বৃথা যাচ্ছে । এই ফলে খণ্ডঘোষের সাধারণ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়েছে ।

ট্রান্সফরমারের দাবিতে বিদ্যুৎ অফিসের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ট্রান্সফরমারের দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি আটকে,পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের সাগরপাড়ায়। ঘটনার পর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার চকরামপ্রসাদ মাধবপুর বটতলা এলাকায়। স্থানীয় আইদুল বিশ্বাস বলেন,আমাদের চকরামপ্রসাদ মাধবপুর এলাকায় তিনদিন থেকে বিদ্যুৎ নেই। ফলে ভ্যাপসা গরমে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্টের মধ্যে আছে গোটা গ্রামবাসী। একে তো ২৫ কেবি ট্রান্সফরমারে ঠিক মত ভোল্টেজ দিতে পারে না। তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না। ফলে গ্রামবাসীরা ছেলেমেয়ে,বৃদ্ধ মানুষ নিয়ে কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করতে হয়।এই বিষয়ে বারংবার জলঙ্গী বিদ্যুৎ সাপ্লাই দপ্তরে যোগাযোগ করা হলেও সমস্যা মেটেনি। ফলে বৃহস্পতিবার দুপুরে সাগরপাড়া থানার চকরামপ্রসাদ এলাকায় নওদাপাড়া-ফকিরাবাদ রাস্তা অবরোধ করা হয়। রাস্তায় বাঁশ বেঁধে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসীরা। ঘটনা স্থলে বিদ্যুৎ অফিসের স্টেশন ম্যানেজার আসলে আটকে দেওয়া হয় তাদের গাড়ি, প্রায় দুঘন্টা চলে অবরোধ। অবরোধের ফলে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। ফকিরাবাদ নওদাপাড়া সড়ক বন্ধ হয়ে যায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগরপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে ৬৩ কেবি ট্রান্সফরমার দেওয়ার আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ তুলে নেয় গ্রামবাসীরা।

যৌন হেনস্থার শিকার শিশু, অভিযুক্ত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের হাতেই যৌন হেনস্থার শিকার হতে হল, দশ বছরের দুই নাবালিকা ছাত্রী।শিমুরালির প্রিয়নগর কালীগঞ্জ বাজার এলাকায়। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম নির্মল বিশ্বাস ওরফে পাঁচু।প্রিয়নগর কালীগঞ্জ বাজার এলাকায় নিজের বাড়িতেই শিশু শিক্ষার জন্য প্রিয়নগর শিশু বিকাশ কেন্দ্র নামে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল খোলেন। স্কুলের বর্তমান পড়ুয়ার সংখ্যা দুশোরও বেশি। শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন জনা ছয়েক। অভিযোগ, অভিযুক্ত শিক্ষক নির্মল ঘোষ দিনের পর দিন বিভিন্ন শিশু ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি করে চলেছেন। এর আগেও এধরনের ঘটনা ঘটেছিলো। সেসময় ক্ষমা চেয়ে তিনি পার পেয়ে যান।সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় এলাকার বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস দানবীর অ্যাকাডেমিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বুধবার ছিল আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস। গাছ লাগান প্রান বাঁচান।একটি গাছ একটি প্রান। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য গাছ লাগানোর প্রয়োজন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করতে এগিয়ে এলেন শ্যামপুর থানার অন্তর্গত বাড়গড়চুমুক গ্রামের একমাত্র প্রতিষ্ঠান দানবীর অ্যাকাডেমি। বিশ্ব পরিবেশ দিবস কর্মসূচি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাকাডেমির শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সকল ছাত্ররা। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অভিযান সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয় খোলা আকাশের নিচে প্রাকৃতিক পরিবেশে। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও সুন্দর পৃথিবী রক্ষা করি। এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পরিবেশের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। অ্যাকাডেমির শিক্ষক হরিপদ দাস বৃক্ষ রোপণ করার কথা বলেন। শিক্ষিকা প্রতিভা দুয়ারী প্রাকৃতিক পরিবেশে ও গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সকল ছাত্ররা গাছ লাগিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শেষ করে।

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে কুরআনে মানবতা নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোদপুর

আপনজন: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন ও দ্য কুরআন স্টাডি সার্কেলের উদোগে ও শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এর সহযোগিতায় ও ব্যাবস্থাপনায় পবিত্র গ্রন্থ কোরআন মাজিদের বাংলা অনুবাদকৃত বিতরন করা হলো। বোলপুরের শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্ব ধর্ম সম্প্রদায়ের ৪৫৩ জন মানুষের হাতে পবিত্র কোরআন মাজিদের বাংলা ও ইংরেজী ভার্সন তুলে দেওয়া হয় এবং ইসলাম পরিচয় ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী। উপস্থিত ছিলেন আমানত ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুহম্মদ শাহ আলম। তিনি কোরআনের বিধানমতে মা বাবার সেবা ও হক নিয়ে তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি আক্ষেপ করে এও বলেন, আমাদের অনেক ওয়াকফ সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাচ্ছে অথচ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সহ অনান্য সেবামূলক কাজে ব্যাবহার করছে। অন্যদিকে শিক্ষা প্রসারে মক্তবের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও ব্যাখা করেন বিস্তারিত ভাবে। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া উলামা বোর্ডের রাজ্য সম্পাদক তথা দ্যা কোরআন স্টাডী সার্কেলের মুহাম্মদ রাকিব হক বলেন, কোরআন মহান আল্লাহর সকল মানুষের জন্য নাজিল করেছেন, যে মানুষ পড়বে এবং মান্য করবে সেই সফলকাম হবে। উপস্থিত ছিলেন সেফালী মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী সমাজকর্মী সফিউল আলম মন্ডল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি,নঈমুর রহমান সহ অনান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা। শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের কর্ণধার মলয় পীট বলেন, মানব সেবাই বড় সেবা। মানব ধর্ম হলো সব থেকে বড় ধর্ম। আমরা কেউ কেউ নিজেদের বড় করতে ধর্মের থেকে নিজেকে বেশী বড় করে জাহির করি।

প্রথম নজর

বিশ্বে কোটিপতিদের সংখ্যা বেড়ে ২ কোটি ২৮ লাখ

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বে একসঙ্গে এত ধনী মানুষ আগে কখনোই ছিল না। ঊর্ধ্বমুখী পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ তাদের আগের চেয়ে আরো বেশি ধনী করে তুলেছে। বুধবার প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পরামর্শক সংস্থা ক্যাপজেমিনি জানিয়েছে, অন্তত এক মিলিয়ন (১০ লাখ) মার্কিন ডলার রয়েছে এমন উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তিদের (হাই নেট ওর্থ ইন্ডিভিজুয়ালস বা এইচএনডব্লিউআই) সংখ্যা গত বছর ৫ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ২ কোটি ২৮ লাখে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩ সালে তাদের মোট সম্পদের পরিমাণ ৮৬ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা তার আগের বছরের তুলনায় ৪ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি।
১৯৯৭ সাল থেকে প্রতি বছর বিশ্ব সম্পদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে ক্যাপজেমিনি। সংস্থাটি জানিয়েছে, তাদের হিসাবে বর্তমান উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তিদের সংখ্যা এবং তাদের মোট সম্পদের পরিমাণ সর্বকালের সর্বোচ্চ। পুঁজিবাজার থেকে পাওয়া বাড়তি মুনাফা তাদের সম্পদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে ২০২২ সালে উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তিদের সংখ্যা এবং তাদের সম্পদের পরিমাণ তিন শতাংশের বেশি কমে গিয়েছিল। তাদের ধনসম্পদ কমে যাওয়ার এই হার ছিল এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। কিন্তু ২০২৩ সালেই ঘুরে দাঁড়ায় ধনীদের ভাগ্য। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রধান বিনিয়োগ খাতগুলোর হাত ধরে আগের চেয়ে বিত্তশালী হয়ে ওঠেন তারা।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলমান সুদের হারের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও প্রযুক্তির বাজারের সঙ্গে ইক্যুইটিজ বৃদ্ধি পেয়েছে। জেনারেটিভ এআই এবং অর্থনীতিতে এর সম্ভাব্য প্রভাবও তাতে ভূমিকা রেখেছে।

ঝগড়া করায় প্রতিবেশীকে ৯ রাউন্ড গুলিতে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আমেরিকার ছোট দেশ রিপাবলিক অব কোস্টারিকায় এসকেজু শহরে পানির পাইপ নিয়ে ঝগড়া জেরে প্রতিবেশীকে ৯ রাউন্ড গুলিতে হত্যা করেছে অন্য প্রতিবেশী। কোস্টারিকান সংবাদমাধ্যম লা নেশিয়নের বরাত দিয়ে টিএমজেডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সোমবার স্থানীয় সময় সকল ৭টায় ওই দুই প্রতিবেশীদের মধ্যে ঝগড়া বাধে। মূলত তাদের মধ্যে পানির সরবরাহের একটি পাইপ নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। এ সময় ৫৩ বছর বয়সী মেনডোজা প্রতিবেশী জামারোকে ঘুষি মারেন। এ ঘটনার এক পর্যায়ে জামারো মেনডোজাকে একাধিকবার গুলি করে।
একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বাইরে উচ্চ শব্দে কথা বলতে শুনি। তখন বাইরে তাকিয়ে দেখি এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীকে গুলি করছে। ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। জামারো তার প্রতিবেশী ব্যক্তি মেনডোজাকে ৯ রাইন্ড গুলি করে।
ওই ঘটনায় দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এক মিনিটের বেশি দীর্ঘ ওই ভিডিওতে দেখা যায়, কোস্টারিকায় এসকেজু শহরে একটি আবাসিক ভবনের নিচে গ্যারেজে গাড়ির পাশে এক নারীকে কথা বলতে শোনা যায়। এ সময় ওই ভবনের অন্য এক প্রতিবেশী আসলে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়।
এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ জামোরাকে গ্রেফতার করেছে। ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাকে তিন মাসের জন্য কারাগারে রাখা হবে।

পবিত্র মসজিদে নববিতে সাড়ে ৭ কোটি মুসল্লি

আপনজন ডেস্ক: ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় মর্যাদাপূর্ণ স্থান পবিত্র মসজিদে নববিতে সাড়ে সাত কোটি মুসল্লি উপস্থিত হয়েছেন। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে তাঁরা পবিত্র এ মসজিদে উপস্থিত হন। মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের জেনারেল অথরিটির সূত্রে সৌদি বার্তা সংস্থা এসপিএ এ তথ্য জানিয়েছে।
জেনারেল অথরিটি বিভাগ আরো জানিয়েছে, বছরের প্রথম তিন মাসে মসজিদে নববিতে সাত কোটি ৪৫ লাখ ৮১ হাজার ৫৭৮ জন নামাজে উপস্থিত হয়েছেন।
এ সময়ে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র কবর জিয়ারত করেছেন ৭২ লাখ ২৮ হাজার ৯৭৬ জন। আর রওজা শরিফে নামাজ পড়েছেন ৩১ লাখ ৮৬ হাজার ৩৬৭ জন। তাঁরা নিবন্ধন করে পবিত্র রওজা শরিফ জিয়ারত করেন।
এদিকে আসন্ন হজ উপলক্ষে পবিত্র কাবাঘর তাওয়াফ করতে অত্যাধুনিক ২৫১টি গলফ কার্ট চালু করা হয়।
এর মাধ্যমে বয়স্ক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ওমরাহ পালনকারীরা তাওয়াফ করতে পারবেন। মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারামের ছাদে নির্ধারিত সময়ে এসব যান চালাচল করবে।
তা ছাড়া মসজিদুল হারাম ও এর আঙিনায় ২০টি স্থানে ১০ হাজার ম্যানুয়াল গাড়ি মোতায়েন করা হয়। এরমাধ্যমে প্রতিদিন অন্তত ৩৫ হাজার মুসল্লিকে সেবা দেওয়া হবে।
পবিত্র হজ করতে সৌদি আরবে বিভিন্ন দেশের ১০ লাখের বেশি হজযাত্রী পৌঁছেছেন। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৪ জুন থেকে পবিত্র হজের কার্যক্রম শুরু হবে। এ বছর সারা বিশ্বের ২০ লাখের বেশি মুসলিম হজ পালন করবেন বলে আশা করছে সৌদি আরব।

কেন অস্ত্র হাতে গম ক্ষেত পাহারা দিচ্ছেন সিরিয়ার নারীরা?

আপনজন ডেস্ক: এক হাতে অস্ত্র এবং অন্য হাতে স্কার্ফ ঠিক করছেন ইয়াসমিন ইউসেফ। তিনি সিরিয়ার উত্তর-পূর্বের বিস্তীর্ণ একটি গমের ক্ষেত পাহারা দিচ্ছেন। বিস্তীর্ণ এই গমের ক্ষেত্র দেশটির আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং রুটির ঝুড়ি হিসেবে খ্যাত।
কয়েক ডজন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে ৪২ বছর বয়সী ইয়াসমিন ইউসেফও রয়েছেন। যাদের মধ্যে কয়েকজন নারী; আধা-স্বায়ত্তশাসিত কুর্দি-নেতৃত্বাধীন অঞ্চল কাহতানিয়ার নিকটবর্তী গম ক্ষেতগুলো আগুন এবং অগ্নিসংযোগকারীদের হাত থেকে রক্ষায় তারা সাহায্য করছেন।
ইয়াসমিন ইউসুফ বলেছেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো কৃষকদের সেবা করা এবং তাদের ফসল রক্ষা করা।’ এক বা দুই মাস তারা এই দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি এএফপি’কে বলেন, ‘ক্ষেতে যদি আগুন লেগে যায়, তবে আমাদের সরাসরি জানানো হয় এবং আমরা ফায়ার ট্রাকগুলোকে কল করি।’
কয়েক বছর খরার পর ব্যাপক বৃষ্টির কারণে এই বছর উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার কৃষকরা ব্যতিক্রমী ফসলের আশা করছেন।
তবে বাসিন্দারা আশঙ্কা করছেন, গ্রীষ্মের দাবানল তাদের মূল্যবান ফসল ধ্বংস করতে পারে।
বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে বলা হয়, ‘আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতির কারণে ২০২৩ সালে কৃষি উৎপাদন পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে।’ এতে বলা হয়, ‘সরকারি পরিসংখ্যান ২০২৩ সালের জন্য দ্বিগুণ গমের ফসলের ইঙ্গিত দেয়, যা দুই মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়ায়।’
অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস ওয়ার মনিটর বলেছে, জুন ২০১৯-এ, এই অঞ্চলের গমের ক্ষেতে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। এতে কমপক্ষে ১০ জন কৃষক নিহত হয়। তারা আগুনের সাথে লড়াই করছিল।
ইয়াসমিন ইউসেফ বলেন, প্রথমে লোকেরা আমাদের প্রচেষ্টাকে বিশ্বাস করেনি। তারা বলছিল, ‘নারীরা এগুলো কী করছেন’।
তিনি বলেন, ‘এখন সবাই জমি রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনে একমত হয়েছেন।’
‘মানুষ সম্পূর্ণভাবে এই ফসলের ওপর নির্ভরশীল। আমরা যদি এটি হারাই, আমাদের অবস্থার অবনতি হবে।’
কৃষকরা প্রচণ্ড গরমে পরিশ্রম করে, ক্ষেত চাষ করে। কুর্দি পুলিশও এলাকায় টহল দেয়।
ইসলামিক স্টেট এর আগে কুর্দি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ফসল পুড়িয়ে দিয়েছিল।
কুর্দি নিয়ন্ত্রিত, মার্কিন সমর্থিত সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সের পরে এই এলাকায় কুর্দি ফোর্সই কার্যকর সেনাবাহিনী।
২০১৯ সালে সিরিয়ার ভূখণ্ড এই ইসলামিক স্টেট গ্রুপের দখলে ছিল।
স্বেচ্ছাসেবক রেনকিন হাসান (৫০) জনগণকে সিগারেট পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন, যা থেকে দুর্ঘটনাক্রমে আগুন লাগতে পারে। তবে এর জন্য অনির্দিষ্ট পক্ষগুলোকেও দায়ী করা হয়েছে। এটা হলো ‘ইচ্ছাকৃতভাবে শস্য জমি পোড়ানো’।
সামরিক পোশাক পরা সশস্ত্র অন্য স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে টহলরত রেনকিন হাসান বলেন, ‘আমরা তাদের এটি করতে দেবো না।’
তিনি বলেন, ‘আমার এক একর জমি নেই, তবে আমি প্রতিদিন এখানে আসি যাতে কৃষকরা আগুন নিয়ে চিন্তা না করে, তাদের ফসল তুলতে পারে।’
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই বছর ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি স্থানে আগুনের সীমিত প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।
আতিয়া হাসান (৫০) বলেন, তার লক্ষ্য অগ্নিসংযোগকারীদের ‘জমি পুড়িয়ে ফেলা প্রতিরোধ করা এবং নিজেদের রক্ষা করা।’
তিনি বলেন, ‘লোকেরা আমাদের দেখে খুশি হয় এবং আমরা আমাদের প্রচেষ্টার জন্য গর্বিত।’

প্রকাশ্যে এলো ফিলিস্তিনি শিশুদের সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর আচরণের ছবি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে সব ধরনের অপরাধ করছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী (আইডিএফ)। এবার নেতানিয়াহুর বাহিনী দক্ষিণ গাজার আল-কারারা শহরে শিশুদের পোশাক খুলতে বাধ্য করেছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির সাংবাদিক পোশাক খুলে শিশুদের রোদে দাঁড় করিয়ে রাখার ছবি ধারণ করেছেন। বুধবার (৫ জুন) ভোরে ইসরায়েলি সেনারা ভারি বোমাবর্ষণের মধ্য দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। এরপর বেশ কয়েকটি বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় শিশুদের পোশাক খুলতে বাধ্য করে। পরে নারীসহ বেশ কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে যায়। তবে এ প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে ইসরায়েলের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ইসরায়েলে হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় হামলা শুরু করে নেতানিয়াহুর বাহিনী। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাব সত্ত্বেও তারা অবিরাম বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, ইসরায়েলের হামলায় সাড়ে ৩৬ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া ৮৩ হাজারের বেশি আহত হয়েছেন। এদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
এদিকে গাজার তীব্র হয়েছে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধের সংকট। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে বহু লাশ। এত ভয়াবহতার পরও থামছে না ইসরায়েল। সর্বশেষ আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। এক রায়ে আদালত তেলআবিবকে অবিলম্বে দক্ষিণের শহর রাফাতে হামলা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু এতেও কর্ণপাত করছে না দখলদাররা।

ইরানে ‘শয়তানবাদী’ জমায়েতে অভিযান, গ্রেপ্তার ৩০

আপনজন ডেস্ক: ইরানে একটি ‘শয়তানবাদী’ জমায়েতে অভিযান চালিয়ে মদ্যপায়ীসহ ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চলতি সপ্তাহে এক অভিযানে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার (৬ জুন) স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।
অভিযানের স্থান উল্লেখ না করে ইরানি বার্তা সংস্থা ফারস জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ ও ১২ জন নারী রয়েছেন। মাজানদারান প্রদেশে এই ঘটনা ঘটেছে।
প্রাদেশিক পুলিশ প্রধান দাউদ সাফরিজাদেহের বরাত দিয়ে ইরানি বার্তা সংস্থা ফার্স জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে পাওয়া মাদক জব্দ করেছে পুলিশ। এছাড়া সেখানে ‘শয়তানবাদের আলামত’ পেয়েছে পেয়েছে তারা। দাউদ বলেন, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এখানে মানুষ এসেছেন।
রক্ষণশীল দেশে ‘শয়তানবাদী’ জমায়েত নিষিদ্ধ।
এর আগে শনিবার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় খুজেস্তান প্রদেশে অভিযানে চালিয়ে ৩৫ জনকে আটক করেছিল পুলিশ। এছাড়া মে মাসে ‘শয়তানবাদ’ প্রচারের জন্য রাজধানী তেহরানের পশ্চিমে তিন ইউরোপীয়সহ ২৫০ জনেরও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রক ও হেভি মেটাল মিউজিক কনসার্টকে শয়তানবাদী জমায়েত হিসেবে চিহ্নিত করেছে শিয়া মুসলিম অধ্যুষিত দেশটির কর্তৃপক্ষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েল ‘পূর্বসতর্কতা ছাড়াই’ স্কুলে হামলা করেছে: ইউএনআরডাব্লিউএ

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থার প্রধান ফিলিপ লাজারিনি বৃহস্পতিবার বলেছেন, ইসরায়েল গাজার একটি স্কুলে ‘পূর্বসতর্কতা ছাড়াই’ বোমা হামলা চালিয়েছে। স্কুলটি হাজার হাজার বাস্তুচ্যুতের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয়।
সামরিক বাহিনী বলেছে, নুসিরাত এলাকায় ‘ইউএনআরডাব্লিউএর একটি স্কুলের অভ্যন্তরে থাকা হামাসের কম্পাউন্ডে নির্ভুল হামলায়’ বেশ কয়েকজন ‘সন্ত্রাসী’ নিহত হয়েছে। অন্যদিকে গাজার আল-আকসা শহীদ হাসপাতাল জানিয়েছে, হামলায় কমপক্ষে ৩৭ জন নিহত হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে লাজারিনি লিখেছেন, ইউএনআরডাব্লিউএর আরেকটি আশ্রয়কেন্দ্রে হামলা হয়েছে, যেটি আগে স্কুল ছিল। স্কুলটিসহ তার সংস্থার সব স্থাপনার স্থানাঙ্ক ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ও চলমান সংঘাতের অন্যান্য পক্ষকে জানানো হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।
তিনি আরো বলেছেন, জাতিসংঘের স্থাপনায় হামলা করা বা এগুলো সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নতুন নিয়ম হয়ে উঠতে পারে না। হামলার সময় স্কুলটিতে ছয় হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল।
ইসরায়েলি অধিকার গোষ্ঠী বি’তেসেলেম এই হামলাকে ‘সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধ’ বলে অভিহিত করেছে। তারা এক বিবৃতিতে বলেছে, যদি ইসরায়েলের দাবি অনুযায়ী হামাস স্কুলটিকে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করেও থাকে, তবু এই পদক্ষেপ বেআইনি। এই দাবি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে স্কুলে আশ্রয় নেওয়া বেসামরিক লোকদের ব্যাপক ক্ষতির ন্যায্যতা দিতে পারে না। গোষ্ঠীটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে যুদ্ধ বন্ধ করতে সাহায্য করার আহ্বানও জানিয়েছে।
এদিকে ইইউ পররাষ্ট্রনীতির প্রধান জোসেপ বোরেল এ হামলার তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘গাজা থেকে বারবার আসা প্রতিবেদনগুলো দেখাচ্ছে, সহিংসতা ও দুর্ভোগ এখনো লাখ লাখ নিরীহ বেসামরিক মানুষের জন্য একমাত্র বাস্তবতা। এই ভয়ংকর খবরটি স্বাধীনভাবে তদন্ত করা উচিত।’

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৪ মি.

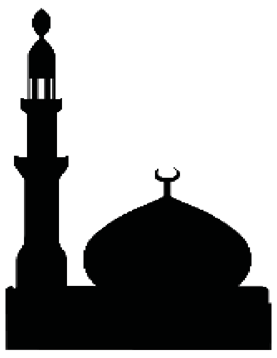

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৮	৪.৫১
যোহর	১১.৪০	
আসর	৪.১৩	
মাগরিব	৬.২৪	
এশা	৭.৪৫	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

এবার গ্রিসের জাহাজে হুথিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগরে আবারো হামলা চালালো ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। এবার গ্রিসের মালিকানাধীন একটি জাহাজকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা নিক্ষেপ করা হয়েছে। ব্রিটিশ নিরাপত্তা সংস্থা অ্যামব্রে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
হুথির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি এ হামলার দায় স্বীকার করে জানিয়েছে, হুথিরা বুধবার লোহিত সাগর এবং আরব সাগরে তিনটি জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে একটি মার্কিন জাহাজও রয়েছে।

চেক প্রজাতন্ত্রে দুই ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ৪

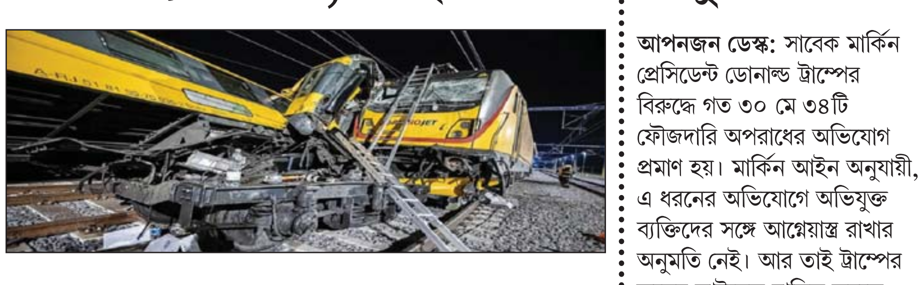

আপনজন ডেস্ক: মধ্য ইউরোপের দেশ চেক প্রজাতন্ত্রে দুই ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত ৪ জন নিহত হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ২০ জনেরও বেশি মানুষ। বুধবার (৫ জুন) গভীর রাতে পারডুবিস শহরে একটি মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে যাত্রীবাহী ট্রেনের সংঘর্ষ হলে এই হতাতের ঘটনা ঘটে।
রেলওয়ে প্রশাসন জানিয়েছে, রেজিওজেট পরিচালিত যাত্রীবাহী ট্রেনটি প্রাগ থেকে পূর্ব স্লোভাকিয়ার কোসিসের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। আর মালবাহী ট্রেনটিতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ছিল বলে জানিয়েছে ফায়ার ব্রিগেডের এক মুখপাত্র।
বেশ কয়েকজন পুলিশ, ফায়ার এবং জরুরী পরিষেবা ইউনিট দুর্ঘটনাস্থরে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। ফায়ার রেসকিউ সার্ভিস জানিয়েছে, ট্রেনটিতে ৩০০ জনের বেশি যাত্রী ছিলো।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন পরিবহনমন্ত্রী মার্টিন কুপকাও। একটি টেলিভিশন ব্রিফিংয়ে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি।

এবার আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখার অনুমতি হারাতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গত ৩০ মে ৩৪টি ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ প্রমাণ হয়। মার্কিন আইন অনুযায়ী, এ ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি নেই। আর তাই ট্রাম্পের অস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল করতে যাচ্ছে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ।
বুধবার (৫ জুন) এক জ্যেষ্ঠ্য পুলিশ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিএনএন।
ট্রাম্পের আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখার যে অনুমতি ছিল, তা ২০২৩ এর এপ্রিলে ফৌজদারি অভিযোগ গঠনের পর স্থগিত করা হয়।
তিনি তিনটি নিবন্ধনকৃত পিস্তলের মালিক ছিলেন। দুইটি পিস্তল ২০২৩ এর ৩১ মার্চ নিউইয়র্কের পুলিশ বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অপর অস্ত্রটি ‘আইনী প্রক্রিয়া অনুসারে ফ্লোরিডায় স্থানান্তর’ করা হয়।

গত ৩০ মে ৩৪টি ফৌজদারি অপরাধে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়। মার্কিন আইন অনুযায়ী, এ ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি নেই। অর্থাৎ, ট্রাম্প এখনো ফ্লোরিডার বাসভবনে পিস্তলটি সংরক্ষণ করে থাকলে তা আইনের লঙ্ঘণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ বিষয়ে ট্রাম্পের প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনো জবাব পায়নি সিএনএন।

ভ্রমণ ও সেনজেন ভিসায় পর্তুগালে অভিবাসন সুবিধা বন্ধ

আপনজন ডেস্ক: ভ্রমণ ভিসা কিংবা সেনজেন ভিসার সুযোগ নিয়ে পর্তুগালে এসে অভিবাসন সুবিধা নেয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেলো। এ নিয়ে নতুন নীতিমালা এনেছে দেশটির সরকার।
নতুন নীতিমালায় অভিবাসন ইস্যুতে ৪১টি প্রস্তাব কাউন্সিলর মিনিস্টাররা পাশ করার পর সোমবার (০৩ জুন) রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের জন্য তা পাঠানো হয়। পাঠানোর ঠিক ৩ ঘণ্টার মধ্যেই স্বাক্ষর করে দেন রাষ্ট্রপতি। দেশটির গণমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী লুইস মন্টিনেগ্রো বলেছেন, পর্তুগালের দরজা বন্ধ হচ্ছে না। তবে যেরকম অরক্ষিত ছিলো এখন আর সেরকম থাকবে না। ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় পর্তুগাল আসা যাবে, তবে থাকতে হবে কাজের কন্ট্রাক্ট ও আবাসনের নিশ্চয়তা। চাকরি বা নিয়োগ দেয়া কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও কড়া নির্দেশনা দেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন পর্তুগিজ প্রধানমন্ত্রী।
পর্তুগালে এতদিন ভ্রমণ ভিসায় কিংবা অন্য যেকোনোভাবে গিয়ে কাজের চুক্তি করলে তুলনামূলক ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় সহজে মিলতো বৈধ হওয়ার সুযোগ। এ কারণে ইউরোপের অভিবাসন প্রত্যাশীদের ভিড় পর্তুগালে সব সময়েই লেগে থাকতো।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৫৪ সংখ্যা, ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২৯ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

দূরদর্শিতা

ইউক্রেনের সন্নিকটে পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়ার নির্দেশ দিয়াছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেনের আশপাশে অবস্থানরত নৌবাহিনীর সদস্য ও অন্য সেনারা অংশগ্রহণ করিবেন এই মহড়ায়। গতকাল রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, এই মহড়া চলাকালে কৌশলগত নহে—এমন (নন-স্ট্র্যাটেজিক) পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রস্তুতিমূলক অনুশীলন করা হইবে। 'স্ট্র্যাটেজিক' ও 'নন-স্ট্র্যাটেজিক' বা ট্যাকটিক্যাল পারমাণবিক অস্ত্রের পার্থক্য মূলত ইহার আকার এবং লক্ষ্যবস্তুতে। ইহার ওয়ারহেড তুলনামূলক ক্ষুদ্র ও কম শক্তিশালী। জনবহুল এলাকার পরিবর্তে যুদ্ধক্ষেত্রের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানিতে ব্যবহার করা হয়। ভ্লাদিমির পুতিনের পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি নূতন নহে। ইউক্রেনে সংঘাত শুরু হইবার পর হইতেই তিনি এই ব্যাপারে হুমকি-ধমকি দিয়া আসিতেছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে পারমাণবিক যুদ্ধের 'বাস্তব' ঝুঁকির বিষয়ে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তবে এই হুমকিতে কাজ হইতেছে না, এমনটি নহে। এই ব্যাপারে পশ্চিমা নেতারা উদ্বিগ্ন। পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধে সই হওয়া একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হইতে গত বত্সর রাশিয়া সরিয়া আসিবার পর হইতেই তাহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে আতঙ্ক। ইতিমধ্যে ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইদো ক্রসেত্তো ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ অবসানে পুতিনের সহিত আলোচনার মাধ্যমে কূটনৈতিক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে জোর প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য পশ্চিমা দেশগুলির প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। রাশিয়ার এই হুমকিতে ইউরোপীয় দেশগুলির ভয় পাওয়ার বাস্তবসম্মত কারণ রহিয়াছে। কেননা প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও রুশ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের স্ট্রাইকিং রেঞ্জ ইউরোপীয় দেশগুলির জন্য হুমকিস্বরূপ। বিশেষ করিয়া, ইউক্রেন ফ্রান্সের সীমান্ত হইতে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার (প্রায় ৯৩২ মাইল) দূরে অবস্থিত। যদি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে জিতিয়া যায়, তাহা হইলে রোমানিয়া, পোলান্ড, লিথুয়ানিয়া বা ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে লাগিবে মাত্র এক সেকেন্ড। রুশ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের শক্তি ও আঘাতের দূরত্ব বিবেচনায় নিলেও ইউরোপের অন্তরে কাঁপুনি সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা পারমাণবিক যুদ্ধের সূত্রপাত হইবে কি না, বলা মুশকিল। তবে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নহে। ইউক্রেন এখন সরাসরি রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলা চালাইতেছে। কিছুদিন পূর্বে রাশিয়ার বেলগোরোদ অঞ্চলে ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় ছয় জন নিহত ও ৩৫ জন আহত হইয়াছেন। ফলে ক্রমেই বাড়িতেছে অস্থিরতা ও উত্তেজনা। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের ইউক্রেন সফরও তাত্পর্যবহ। সেইখানে সরাসরি ফরাসি সেনা পাঠানো হইলে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় তাহা বলা কঠিন। ইহাতে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে পারে। এখন টেনশনের কারণে নার্ভ শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া পরমাণুশক্তিসম্পন্ন কোনো পাগলাটে শাসক যদি শেষ পর্যন্ত পরমাণু অস্ত্রের ট্রিগারে চাপ দিয়া বসেন, তাহা হইলে পৃথিবী সমূহবিপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হইবে নিঃসন্দেহে। বর্তমানে বিশ্বের আটটি দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী। দেশগুলি হইল—যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চীন, ভারত, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া। ইহার মধ্যে তিনটি দেশ ন্যাটো সদস্য—যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স। ইহা ছাড়া ইসরাইলের নিকট পারমাণবিক অস্ত্র রহিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হয়। আর ন্যাটো সদস্যদের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র ভাগাভাগি রাষ্ট্র হইল—বেলজিয়াম, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, তুরস্ক ও বেলারুশ। উল্লেখ্য, সাবেক পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দক্ষিণ আফ্রিকা পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ চুক্তি তথা এনপিটিতে যোগদানের পূর্বে এই অস্ত্রাগার ধ্বংস করে এবং সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বেলারুশ, কাজাখস্তান ও ইউক্রেন তাহাদের পারমাণবিক অস্ত্র রাশিয়ায় স্থানান্তর করে। স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ধারণা, জানুয়ারি, ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী পারমাণবিক রাষ্ট্রসমূহের পারমাণবিক ওয়ারহেডের সংখ্যা ১২ হাজার ৫১২। এইভাবে পরমাণু অস্ত্র দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবার কারণে অনেকে মনে করেন, এই অস্ত্র এখন অকার্যকর; কিন্তু সীমিত পর্যায়ে ও নন-স্ট্র্যাটেজিক পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগও যদি শুরু হয়, তাহা হইলে তাহার শেষ পরিণতি কতটা ভয়াবহ হইবে তাহা কল্পনাতীত। অতএব, পরমাণু অস্ত্র লইয়া হুমকি-ধমকি বন্ধ করিতে বিশ্বনেতাদের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হইবে।

●●●●●●●●●●●●●

ভারতের ভোটাররা অবশেষে জেগে উঠছেন

ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের প্রতি ভারতের ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির বিষয়টিকে দেশটির যে কোটি কোটি নাগরিক অন্তরে লালন করে আসছেন, তাঁদের কাছে কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশটির নির্বাচনী ফল ঘোষণা একটি শঙ্কার মুহূর্ত হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এর কারণ হলো, ভারতের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত মৌলিক মূল্যবোধ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সামাজিক শিষ্টাচারগুলোর ওপর আঘাত হেনে সমাজে চরম ডানপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদ গেড়ে দেওয়া নরেন্দ্র মোদি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হবেন—ভোটের দীর্ঘ প্রক্রিয়া চলাকালে এটি প্রায় অনিবার্য হিসেবে সবার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। মোদির বিজেপি এবারের নির্বাচনে আরও বড় জয়ের বিষয়ে এতটাই নিশ্চিত ছিল যে নির্বাচনী প্রচারণার সময় তারা 'আগলি বার, চার শ পার' স্লোগান দিয়ে বিরোধীদের টিটকারি পর্যন্ত করেছিল। লিখেছেন **অঞ্জলি মোদি...**

ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের প্রতি ভারতের ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির বিষয়টিকে দেশটির যে কোটি কোটি নাগরিক অন্তরে লালন করে আসছেন, তাঁদের কাছে কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশটির নির্বাচনী ফল ঘোষণা একটি শঙ্কার মুহূর্ত হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এর কারণ হলো, ভারতের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত মৌলিক মূল্যবোধ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সামাজিক শিষ্টাচারগুলোর ওপর আঘাত হেনে সমাজে চরম ডানপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদ গেড়ে দেওয়া নরেন্দ্র মোদি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হবেন—ভোটের দীর্ঘ প্রক্রিয়া চলাকালে এটি প্রায় অনিবার্য হিসেবে সবার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল।

মোদির বিজেপি এবারের নির্বাচনে আরও বড় জয়ের বিষয়ে এতটাই নিশ্চিত ছিল যে নির্বাচনী প্রচারণার সময় তারা 'আগলি বার, চার শ পার' স্লোগান দিয়ে বিরোধীদের টিটকারি পর্যন্ত করেছিল। কিন্তু মঙ্গলবার যখন নির্বাচনের ফলাফল আসতে শুরু করল, তখন মনে হচ্ছিল কেউ যেন ভারতের চোখের ওপর রাখা বিজেপির আঙুলগুলো সরিয়ে দিয়েছে এবং ভারত দীর্ঘ সম্মোহন অবস্থা থেকে থেকে বেরিয়ে চেতনাবস্থায় ফিরে আসছে। এই ফলাফলের পর দেখা গেল, যে মোদি মাত্র কয়েক দিন আগে দাবি করেছিলেন, তাঁর জন্মটা আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো 'জৈবিক' ঘটনা নয়, বরং তিনি ঈশ্বরের বিশেষ ইচ্ছাপূরণের জন্য প্রেরিত একজন মানুষ, সেই মোদি তাঁর দলকে সাধারণ সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সরকার গঠন করতে তাঁর দলকে এখন অন্যদের অনুগ্রহের জন্য গলবস্ত্র হয়ে থাকতে হবে।

মোদি হয়তো আরও পাঁচ বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। কিন্তু তাঁর ভোটার বশীকরণ মন্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে। এর ফলে ভারতকে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য 'হিন্দুত্ববাদ' নামে বিজেপি যে প্রকল্পটিকে দুর্দমনীয় গতিতে এগিয়ে নিচ্ছিল, অবশেষে সেটি সম্ভবত বড় ধরনের বাধার মুখে পড়ল।

গত ১০ বছর ক্ষমতায় থেকে বিজেপি কর্তৃত্ববাদী শাসনের স্টাইলে ভারতের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। বেনামি রাজনৈতিক অনুদানের সুবিধা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য বিশ্বের অন্যতম ধনী এই রাজনৈতিক দলটি ইলেকটোরাল বন্ড নামের একটি তহবিল সংগ্রহের প্রক্রিয়া চালু করেছিল। চলতি বছরের শুরুতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই তহবিল সংগ্রহকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে।

ইন্ডিয়া জোটের ওপর সবকিছুর সমাধানের আশা করাটা হয়তো বাড়াবাড়ি হবে। তবে এটি ঠিক যে নির্বাচনে তাদের এই কৃতিত্বকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হিসেবে মনে করা যেতে পারে। সেই ঘোষণাটি হলো, ভারতে এখনো এমন দল রয়েছে যারা তাদের মতপার্থক্য এবং মোদির ভয়ভীতি

(যা কিনা মোদিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে) কাটিয়ে উঠে সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার রক্ষায় এবং হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস রাখে।

বিজেপি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হয়রানি করতে সরকারি সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করেছে। তারা বিরোধীদের সীমাহীন মামলা ও তদন্তের প্যাঁচে জড়িয়েছে। বিরোধী দলগুলোর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে। এমনকি বিরোধী-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যের দুই মুখ্যমন্ত্রীকে কারাগারে পর্যন্ত পাঠিয়েছে।

ইন্ডিয়া জোটের ওপর সবকিছুর সমাধানের আশা করাটা হয়তো বাড়াবাড়ি হবে। তবে এটি ঠিক যে নির্বাচনে তাদের এই কৃতিত্বকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হিসেবে মনে করা যেতে পারে। সেই ঘোষণাটি হলো, ভারতে এখনো এমন দল রয়েছে যারা তাদের মতপার্থক্য এবং মোদির ভয়ভীতি (যা কিনা মোদিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে) কাটিয়ে উঠে সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার রক্ষায় এবং হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস রাখে। বিজেপি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হয়রানি করতে সরকারি সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করেছে। তারা বিরোধীদের সীমাহীন মামলা ও তদন্তের প্যাঁচে জড়িয়েছে। বিরোধী দলগুলোর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে। এমনকি বিরোধী-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যের দুই মুখ্যমন্ত্রীকে কারাগারে পর্যন্ত পাঠিয়েছে।

বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ভাঙন ধরাতে ও নিজেদের জোটে ভাগিয়ে আনতে বিজেপি তার ক্ষমতা, অর্থ এবং চাপ ব্যবহার করেছে। তারা কার্যকরভাবে প্রধান প্রধান টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদপত্রকে নিজেদের প্রচারের অস্ত্রে পরিণত করেছে। যারা কথা শুনেছে তাদের আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করেছে। আর যারা শোনেনি তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছে।

সরকার-নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমগুলো নির্বাচনকে একটি পূর্বনির্ধারিত লড়াই এবং স্বাভাবিক বিজয়ীর সঙ্গে একগুচ্ছ নামমাত্র মামুলি প্রতিযোগীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসেবে বিবেচনা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোট সেই সব ভোটারের মন জয় করেছে, যাঁরা মোদির শাসনের ব্যর্থতা ও মিডিয়ায় প্রচারিত অপতথ্যের ফল ভোগ করে আসছিলেন।

উচ্চ বেকারত্ব, জিনিসপত্রের দামের ঊর্ধ্বগতি ও আর্থিক বাজারে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের সম্মুখীন হওয়া জনগণের কাছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদির অসংখ্য ব্যর্থতাকে এই তরুণ জোটটি কার্যকরভাবে তুলে ধরতে পেরেছে। এর মাধ্যমে তাঁরা মোদির অজেয় ভাবমূর্তির অত্যুজ্জ্বল আভাকে নিষ্প্রভ করে দিতে পেরেছেন।

ইন্ডিয়া জোটের ওপর সবকিছুর সমাধানের আশা করাটা হয়তো বাড়াবাড়ি হবে। তবে এটি ঠিক যে নির্বাচনে তাদের এই কৃতিত্বকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হিসেবে মনে করা যেতে পারে। সেই ঘোষণাটি হলো, ভারতে এখনো এমন দল রয়েছে যারা তাদের মতপার্থক্য এবং মোদির ভয়ভীতি (যা কিনা মোদিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে) কাটিয়ে উঠে সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার রক্ষায় এবং হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস রাখে।

এ বছরের গোড়ার দিকে মোদি একজন রাজর্ষির ভূমিকা নিয়ে অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন করেছিলেন। ১৯৯২ সালে উগ্র হিন্দু জনতার অবৈধভাবে শতাব্দীপ্রাচীন বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার পর সেখানে এই মন্দির নির্মাণ হিন্দু ডানপন্থী প্রচারণার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল। মোদি ও তাঁর দল মনে করেছিল, রামমন্দির প্রতিষ্ঠার কারণে হিন্দু ভোটাররা বিজেপিকে সহজ বিজয়ের দিকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু মন্দিরের পাশাপাশি তীর্থযাত্রীদের আসা–যাওয়ার সুবিধার্থে অযোধ্যার কাছে একটি নতুন বিমানবন্দর, নতুন রাস্তা এবং রেলস্টেশন নির্মাণের পরও রামমন্দির যেখানে অবস্থিত, সেই ফয়েজাবাদ এলাকার সংসদীয় আসনটি বিজেপি হারিয়েছে।

ইন্ডিয়া জোটের প্রচারাভিযানে মোদির শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক সংবিধানকে বিজেপির পাল্টে দেওয়ার লক্ষ্যের দিকে জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মোদি ইন্ডিয়া জোটের এসব অভিযোগ খণ্ডন না করে তাঁর গৎবাঁধা সুরে বলে যাচ্ছিলেন, বিরোধীরা ক্ষমতায় এলে দেশ হিন্দুদের হাত থেকে আবার মুসলমানদের হাতে চলে যাবে। মোদির এসব মুসলিমবিরোধী বক্তব্য এবার তাঁকে সাহায্য তো করেইনি, উল্টো বুমেরাং হয়ে তাঁকে আঘাত করেছে বলে মনে হচ্ছে।

গত ১০ বছরে মোদি হিন্দুত্ববাদের নামে যা সমাজে গেড়ে দিয়েছেন, তা এই ভোটের ফলাফল উপড়ে ফেলতে পারবে না। তার জন্য অনেক কাজ করতে হবে। তবে এই ফলের কারণে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতের সমর্থকেরা এখন একটু সহজে শ্বাস নিতে পারবে। সেটিও কম কথা নয়।

অঞ্জলি মোদি নয়াদিল্লিভিত্তিক ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক
দ্য নিউইয়র্ক টাইমস থেকে নেওয়া, অনুবাদ

ভারতের নির্বাচন: বিশ্বের গণতন্ত্রকামীরা নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পেল

আলী রীয়াজ

ভারতের লোকসভা নির্বাচনের যে ফল জানা গেছে, তাতে এটা স্পষ্ট যে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি এককভাবে সরকার গঠন করতে পারছে না এবং সব ধরনের পূর্বাভাসকে ভুল প্রমাণ করে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট আশাতীতভাবে ভালো ফল করেছে। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ২৭২ আসন ক্ষমতাসীন এনডিএ জোটের আছে। ফলে নাটকীয় ঘটনা না ঘটলে মোদি ক্ষমতায় থাকছেন। তবে এক দশক ধরে ক্ষমতায় একটি দলের যে একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল, তার অবসান ঘটল। এ সবই ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভারতের নির্বাচনের এই ফলাফলের একটি বৈশ্বিক গুরুত্ব আছে, বৈশ্বিক রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া পড়বে, এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়।

প্রায় দেড় দশক ধরে সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের বিপরীত স্রোত বইছে। গণতন্ত্রের অবনয়ন ঘটেছে এবং দেশে দেশে স্বৈরাচারী শাসকদের উত্থান ঘটেছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ফ্রিডম হাউসের হিসাব অনুযায়ী, এই উল্টো স্রোতের যাত্রা শুরু হয়েছে ২০০৬ সালে। এর পর থেকে সামগ্রিকভাবে অবস্থার অবনতিই ঘটছে। লন্ডনভিত্তিক ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) তাদের হিসাবে দেখিয়েছে, সারা বিশ্বের গণতন্ত্রের গড় স্কোর গত এক দশকে ৫ দশমিক ৫৫ থেকে নেমে এসেছে ৫ দশমিক ৫৩-এ। এ রকম একটি প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালকে বলা হয়েছে গণতন্ত্রের পরীক্ষার বছর। এর কারণ হচ্ছে এই বছর সারা দুনিয়ায় যত নির্বাচন হবে, আগে কখনোই এক বছরে এত নির্বাচন হয়নি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বিশ্বের ৬৪টি দেশে এ বছর নির্বাচন হওয়ার কথা, ইতিমধ্যে অনেক দেশে নির্বাচন হয়েছে।

নির্বাচন গণতন্ত্রের অন্যতম উপাদান হলেও নির্বাচনই যে গণতন্ত্র নয়, সেটা এখন সবাই জানেন। যে কারণে সারা বিশ্বের এই নির্বাচনগুলো নিয়ে প্রশ্ন ছিল, গণতন্ত্র রক্ষায় এগুলো ভূমিকা রাখবে নাকি ঘটবে উল্টোটা? (এ কে এম জাকারিয়া, 'নির্বাচনগুলো কি গণতন্ত্র বাঁচাবে, নাকি আরও ডোবাবে', প্রথম আলো, ৬ মে ২০২৪) কিন্তু এতগুলো নির্বাচনের মধ্যে যেসব দেশের দিকে সবার নজর ছিল এবং আছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্র। এর কারণ হচ্ছে আকারে এই দেশগুলো বড়, তার মধ্যে ভারতেই সর্বাধিক ভোটার।

কেবল ভোটারের সংখ্যাই ভারতের দিকে নজর দেওয়ার কারণ নয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ভারতে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশটির গণতন্ত্রের ক্রমাগত পেছনের দিকে যাত্রা। ফ্রিডম হাউসের হিসাবে দেখা যায়, ২০১৪ সালে ভারতকে বিবেচনা করা হতো মুক্ত বা ফ্রি দেশ হিসেবে। যার অর্থ হচ্ছে ভারতে গণতন্ত্রের চর্চা ছিল অবাধ, নাগরিকের অধিকার ছিল শক্তিশালী। ২০২৪ সালে ভারতকে বলা হচ্ছে আংশিক মুক্ত বা পার্টলি ফ্রি। ইআইইউর হিসাবে ভারত হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র বা ফ্লড ডেমোক্রেসি।

সুইডেনভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ভ্যারাইটিস অব ডেমোক্রেসি (ভি-ডেম) ইনস্টিটিউট ২০১৮

সালে ভারতকে 'ইলেকটোরাল অটোক্রেসি' বা নির্বাচনের মধ্যে জেঁকে বসা স্বৈরতন্ত্র বলে চিহ্নিত করে। এর আগপর্যন্ত ভারতকে নির্বাচিত গণতন্ত্র বা ইলেকটোরাল ডেমোক্রেসি বলেই বিবেচনা করা হতো। অবস্থার ক্রমাবনতির প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে ভি-ডেম ভারতকে বলেছে, 'সবচেয়ে খারাপ স্বৈরাচারকরণকারী' (ওয়ার্স্ট অটোক্রেটাইজার) দেশগুলোর একটা। ভারতে গণতন্ত্রে নাগরিকদের অবস্থা ২০২৩ সালে কী ছিল, তা বোঝাতে ভি-ডেম তার প্রতিবেদনে বলেছিল, অবস্থা এখন ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থার সময়ের মতো। স্মরণ করা যেতে পারে যে ২০১৪ সালের আগপর্যন্ত এটাই বলা হতো যে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা হচ্ছে ভারতের অব্যাহত গণতন্ত্রচর্চার ইতিহাসে একটি কালিমা। ভি-ডেমের প্রতিবেদনে মোদির তৃতীয় দফা শাসনের সম্ভাবনা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল যে অবস্থা আরও খারাপ হবে।

এ রকম আশঙ্কার মুখেই নরেন্দ্র মোদি আবার ক্ষমতায় ফিরেছেন। কিন্তু আশার বিষয় হচ্ছে, ভারতের ভোটাররা তাঁর একচ্ছত্র শাসন অব্যাহত না রাখার পক্ষেই রায় দিয়েছেন এই অর্থে যে তাঁরা বিজেপিকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেননি। শুধু তা–ই নয়, বিজেপির প্রচারণা অনুযায়ী এই নির্বাচন ছিল 'মোদির গ্যারান্টি'র নির্বাচন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার বলেছেন তাঁর এই গ্যারান্টিতে আস্থা রাখছেন না। বিরোধী ইন্ডিয়া জোট যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনগণকে এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে বহুদলীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের সক্রিয়তা দরকার, সেটা সারা বিশ্বের জন্য স্বস্তির বিষয়।

এটা ঠিক যে ক্ষমতায় যেহেতু বদল ঘটছে না, সেহেতু রাতারাতি ভারত গণতন্ত্রের পথেই ফিরেছে—এমন বলা যাবে না। তবে ভারতের নির্বাচনের এই ফল যে দেশগুলো স্বৈরাচারীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে, সেখানকার গণতন্ত্রকামীদের মধ্যে আশাবাদ তৈরি করবে। এটি হচ্ছে ভারতের নির্বাচনের একটি বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়ার দিক।

আরেকটি দিক হচ্ছে গত এক দশকে বিশ্বের যেসব দেশ ভারতের 'নির্বাচিত মোদি সরকারকে' সমর্থন ও সাহায্য করেছে কিন্তু গণতন্ত্রের ক্রমাগত অবনয়নকে গুরুত্ব দেয়নি, তাদের জন্যও এখানে একটা বার্তা আছে। মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘন, নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত হওয়া, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হ্রাস পাওয়া এবং সেগুলোকে ক্ষমতাসীনদের কাছের মানুষদের কবজায় নেওয়ার পরও ভারতের নাগরিকেরা তাঁদের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন।

আন্তর্জাতিক সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে মোদি সরকারকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং এই সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে মনে রাখা। এ ধরনের আচরণ এমন দেশের কাছ থেকে আশা করা যাবে না, যে দেশে গণতন্ত্রই অনুপস্থিত, কিন্তু যেসব দেশ গণতন্ত্রের প্রতি তাদের অঙ্গীকারের কথা বলে, তাদের ওপর এই দায়িত্ব বর্তায়।

প্রশ্ন হচ্ছে মোদি সরকার এই ফলকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে। গত ১০ বছরে বিরোধীদের দমন-পীড়ন এবং দেশের রাজনীতিতে ও শাসনব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের পর আরও অনেক সংস্কারের কথাই বলেছিল বিজেপি। এসব ছিল নির্বাচনের পর তারা কী করবে, তার প্রতিশ্রুতি। এখন মোদি তাঁর জোটসঙ্গীদের নিয়ে আগের ধারায় বুলডোজার চালানোর মতো করেই তাঁর অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করবেন নাকি বিরোধীদের বিবেচনায় নেবেন, সেটি প্রশ্ন। পার্লামেন্টে বড় আকারের বিরোধী দলের উপস্থিতির অর্থ হচ্ছে মোদি সরকারকে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে। বিরোধীরা সরকারের কাছ থেকে তা কীভাবে আদায় করবে, এর ওপর নির্ভর করবে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে কি না।

এগুলো শুধু ভারতের নাগরিকেরা দেখবেন তা নয়, বিশ্বে যাঁরাই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন, যাঁরা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়ছেন, তাঁরাও দেখবেন। ভারতে নির্বাচনের ফল বৈশ্বিকভাবে গণতন্ত্রকামীদের সামান্য নিশ্বাস ফেলার সুযোগ তৈরি করেছে। কিন্তু অবস্থার বদল ঘটবে কি না, সেটা নির্ভর করে ভারতের নাগরিক সমাজ এবং বিরোধী রাজনীতিবিদেরা তাঁদের প্রতিরোধ অব্যাহত রাখছেন কি না, তার ওপর। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নির্বাচন ভূমিকা রাখে, কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম প্রতিদিনের।

আলী রীয়াজ ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি

প্রথম নজর

সর্বভারতীয় নিট-এ ১১০০ স্থান করে চমক মালদার তরুণীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: ছেলেদের টেক্কা দিয়ে কার্যত নিটে সাফল্য পাচ্ছে মেয়েরাও। শিরোনামে উঠছে ও খুশির খবর আব্দুল খানের পরিবারে। মালদহের বাসিন্দা তথা তরুণী ইসরা খান এবার সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষায় ১১০০ স্থান দখল করে তাক লাগিয়েছে। এবার প্রায় ২৫ লাখ পরীক্ষার্থী নিট পরীক্ষা দিয়েছিল।নিটে ৭২০ এর মধ্যে ৭০৫ নম্বর পেয়েছে ইসরা খান, মেয়েদের মধ্যে ভালো জায়গা করেছে ও নজর কাড়ল ইসরা খান। ইসরা খানের ছোট থেকেই ডাক্তারী পড়াশোনায় ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছা ও পরিশ্রমকে হাতিয়ার করে ডাক্তারি নিটে সাফল্য পেয়ে ডাক্তারিতে সুযোগ পাওয়ায় খুশি ইসরা খান থেকে পরিবার। ইসরা খানের বাবা ড. আব্দুল খান কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। মা নুসরাত রহমান শিক্ষিকা। বাড়ি মালদা জেলার নূরপুরে। ইসরা খান বাবার কর্ম সূত্রে পরিবারের সাথে কলকাতায় রয়েছেন। কলকাতায় চলে আসেন ও ভরতি হন। মালদহের বার্লো বালিকা বিদ্যালয় থেকে একাদশ শ্রেণী পাস করে সল্টলেকের বিধাননগর গভমেন্ট স্কুল থেকে ২০২৩ সালে উচ্চমাধ্যমিকে ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৭৮ নম্বর পেয়ে নজর কাড়ে। এছাড়া জগদীশ বোস সিনিয়ার বিজ্ঞানী কন্যা মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করেছিল। বরাবরই পড়াশোনায় মেধাবী ইসরা খান। এরপর একবছর চলতে থাকে ইসরা খানের নিট প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি। কোচিং এর পাশাপাশি মা-বাবার কাছে টিপস এবং মক টেস্ট এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে। ছাত্রী ইসরা খানের কথায়, শুরু থেকেই পরিশ্রম আর পড়াশোনা যতটুকু করণীয় করেছি এবং পড়াশোনার ফাঁকে গোয়েন্দামূলক গল্পের বই পড়ি ও ছবি আঁকতে ভালোবাসি। ইচ্ছে ছিল চিকিৎসক হওয়ার সেটা পুরন হওয়ায় খুশি। অধ্যাপক আব্দুল খান জানায়, আমার কাছে ছেলে মেয়ে সমান। আমার দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে ইসরা খান নিটে সাফল্য পেল। মেয়েরা নিট বা ভালো ক্ষেত্রে সাফল্য পেলে পরিবার সমাজ দেশের গর্ব। ইসরা ও আমাদের গর্বিত করেছে। আরেক ছোট মেয়ে সারা খান একই স্কুল থেকে এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৭২ নম্বর পেয়েছে, আইআইটি জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে আজ এগিয়ে যাচ্ছে। বড় মেয়ের ইচ্ছা ছিল চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে খুশি গোটা পরিবার।

সেবাশ্রম সংঘের বৃক্ষ রোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ভারত সেবাশ্রম সংঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের উদ্যোগে এবং স্টেট মেডিসিনাল প্লান্ট বোর্ড ও রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বর্ষার শুরুতে প্রতিটি পরিবার দশটি করে গাছ লাগানোর অঙ্গীকার করলেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ হাজার ভেষজ চারা গাছ তুলে দেওয়া হয় ৬০০ পরিবারের হাতে। আমলকি, বহেড়া, পিপূল,

সহ বিভিন্ন গাছ তুলে দেওয়া হয় এলাকার প্রতিটি পরিবারের হাতে। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২৫ হাজার বৃক্ষরোপণ করার অঙ্গীকার নেওয়া হয় এদিন।

ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: ভোট পরবর্তী সন্তাস চলছে রাজ্য জুড়ে। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে ঘরবাড়ি ভাংচুর,হুমকি ও বাড়ি ছাড়ানোর ভয় দেখানো চলছে। এক্ষেত্রে বিরোধীদের কোনো অভিযোগ নিতে চাইছে না পুলিশ বলে অভিযোগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ও ঘটছে। বুধবার রাতে জয়নগর লোকসভার একাধিক অঞ্চলে বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের ওপর হুমকি ও বাড়ি ভাংচুরের ঘটনা চলছে। অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দূস্কৃতিদের বিরুদ্ধে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। জানা যায়,বুধবার রাতে জয়নগর লোকসভার বাসন্তী বিধানসভার জ্যোতিষপুর ও মসজিদবাটি পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ঘরবাড়ি ভাংচুর করার পাশাপাশি তাদের মারধর ও করা হয়েছে।বুধবার রাতে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার মিডিয়া ইনচার্জ ও মুখপাত্র সঞ্জয় নায়েকের ক্যানিং পশ্চিম

বিধানসভার দিঘিরপাড় পঞ্চায়েতের উওর কড়াকাঠির বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূল দূস্কৃতি বলে অভিযোগ। এব্যাপারে আক্রান্ত সঞ্জয় নায়েক বলেন,ফল প্রকাশের পর থেকে তৃণমূল ক্রমাগত আমাদের কর্মীদের ওপর আক্রমণ করছে সারা জেলা জুড়ে। বহু কর্মী সমর্থক ঘরছাড়া।বুধবার রাতে আমার বাড়িতে প্রবীর মন্ডলের নেতৃত্বে প্রায় ১৫ জন তৃণমূল আশ্রিত দূস্কৃতি দল আমার বাড়িতে আক্রমন করে। প্রথম সদর দরজায় রড,লাঠি লাথি,ইট ও অস্ত্র দিয়ে আমার দরজা ভাঙে।জানলা ভাঙে এবং আমাকে প্রাণে মারার হুমকি দেয়।শাসকদলের এই অত্যাচারে পুলিশ কোনো অভিযোগ নেয় না।আমাদের কর্মীরা ভীত সন্ত্রস্ট।তবে তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক পরেশরাম দাস।তিনি বলেন ওটা ওদের গোষ্ঠী কোন্দলের ফল।এর সাথে আমাদের কোনো কর্মী সমর্থক যুক্ত নয়।বৃহস্পতিবার সকালে ও ক্যানিং পূর্ব, পশ্চিম ও বাসন্তীর একাধিক জায়গায় বিরোধীদের ঘরভাঙা, জমিদখল, প্রানে মারার অভিযোগ উঠছে।সব মিলিয়ে সরকার শান্ত থাকার বার্তা দিলেও অশান্ত জয়নগর লোকসভা সহ একাধিক লোকসভা কেন্দ্র।

দশ হাজার ম্যানগ্রোভ রোপণ ভূগোল শিক্ষকের

হাসান লস্কর ● সুন্দরবন

আপনজন: পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কয়েক হাজার ম্যানগ্রোভ রোপন করলেন প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও। বছরের পর বছর পূর্বাশা ইকো হেল্পলাইন সোসাইটির উদ্যোগে ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে যা বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়কে একটি স্বাস্থ্যকর এবং সবুজ ভবিষ্যতের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্থায়ী অনুশীলনে জড়িত হতে উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪-এর থিম হল ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুকরণ এবং খরা স্থিতিস্থাপকতা।ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমাদের ভাগ করা বাসস্থান কে রক্ষা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করার এবং একত্রিত হওয়ার এটি একটি সুযোগ। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে অংশ নেওয়া পরিবেশগত দায়িত্বের চেতনাকে মূর্ত করে এবং গ্রহের মঙ্গলের জন্য সম্মিলিত অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। তাই আমরা সকলে মিলে ৫ ই জুন সুন্দরবনে দশ হাজার ম্যানগ্রোভ চারা লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহন করি । এক সত জন ম্যানগ্রোভ আর্মির উদ্যোগে চড়ঘেরি চড়ে প্লান্টেশন করা হয়. পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ এই মহতী উদ্যোগে সামিল হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে যে সমস্ত কলেজ এবং সংস্থা এগিয়ে এসেছেন -দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজ বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয় কাটোয়া কলেজ পূর্ব বর্ধমান জামালপুর মহাবিদ্যালয় পূর্ব বর্ধমান চন্দননগর কলেজ হুগলি ইনস্টিটিউট অফ পি জি ফর উইমেন এডুকেশন চন্দননগর রোটারি ক্লাব অফ পয়েন্টার্স শ্যামাচরণ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট অফ এডুকেশন উমাশঙ্কর মন্ডল এর কথায় দীর্ঘ ১৫ বছরের অধিক সময়কাল ধরে প্রতিবছরে হাজার হাজার ম্যানগ্রোভ রোপন করে আসছেন।

পরিবেশ দিবস পালন ডানকুনিতে

সেখ আবদুল আজিম ● ডানকুনি

আপনজন: সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ড সংগঠনে উদ্যোগে ডানকুনিতে পালিত হল আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস। এবছর বিশ্বজুড়ে পরিবেশ ভাবনার বিষয় "ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির পুনরুদ্ধার, সহনশীল ঊষর ও খরাক্রান্ত ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ"। আর শ্লোগান হল, "আমাদের ভূমি আমাদের ভবিষ্যৎ"।

অনুষ্ঠানে বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষদান করা হল। শিশু শিল্পীরা পরিবেশন করলেন নাচ, আবৃত্তি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, অভিনেতা সৌভিক চক্রবর্তী , বাজি ও ডিজে বক্স বিরোধী মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক পরিবেশ কর্মী গৌতম সরকার, কোন্নগর যুক্তমন কলাকেন্দ্রের সম্পাদক জয়ন্ত কুমার পাঁজা, ডানকুনি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ রাহা, পৌর প্রতিনিধি জয়শ্রী সিনহা, মানবাধিকার কর্মী অঞ্জন খাঁ,রাজনৈতিক নেতা জুলফিকার আলী মল্লিক, পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী পুনম সাউ, শেখ নবাব হোসেন, বুবাই জেটি এবং শেখ মাবুদ আলী।

পণের দাবিতে স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে স্বামী পুলিশ হেফাজতে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পণের দাবিতে স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে ধৃত স্বামীর তিন দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করলেন জেলা আদালতের বিচারক। পাশাপাশি এই খুনের ঘটনায় আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত শিমুলতলী এলাকার বাসিন্দা সত্যজিৎ রায়। তাঁর বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ ওঠে। বুধবার বিকেলে পণের দাবিতে স্ত্রীকে মারধর এবং পরবর্তীতে খুন করেন তিনি বলেই অভিযোগ। মৃতার পরিবারের লোকেদের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তীতে তদন্তে নেমে বালুরঘাট থানার পুলিশ অভিযুক্ত সত্যজিৎ রায়কে আটক করে। সেই ঘটনায় এদিন তাঁকে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার তিন দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেন।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, 'সত্যজিৎ রায় পণের দাবিতে তাঁর স্ত্রীকে মারধর করে মেরে ফেলেছে। ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে বধু নির্যাতন, পনের জন্য বধু হত্যা এই সমস্ত মামলা রুজু করা হয়েছে। তাকে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার জন্য পুলিশের তরফে আবেদন জানানো হয়েছিল আদালতে। এই ঘটনায় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট কোর্ট) নীলাঞ্জনা সাহা তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

আবহাওয়ার খামখেয়ালির কারণে আমের ফলনে ব্যাপক ঘাটতি মালদায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মালদা জেলা আমের জন্য জগৎ বিখ্যাত। কিন্তু এবছর আবহাওয়া খামখেয়ালি থাকাই আমের ফলনে ব্যাপক ঘাটতি। মাথায় হাত পড়েছে আম চাষি থেকে ব্যবসায়ীদের। কিন্তু সেই ঘাটতির খোরাক পূরণ করতে পারে লিচু।

এই গরমে সস্তায় এবার মিলছে রসালো ফল লিচু। মালদার বাজারে কোথাও কিলো হিসাবে আবার কোথাও পিস হিসাবে দেদার বিক্রি হচ্ছে লিচু। মালদা শহরের রথবাড়ি থেকে চিত্তরঞ্জন মার্কেট সঙ্গে মালদার ফুটপাত কার্যত দখল করে নিয়েছে লিচুর পসরা। দেশি প্রজাতির গুটি থেকে বোম্বাই প্রজাতির লিচু দেদার বিক্রি হচ্ছে মালদার বাজারে। দামও সস্তা এবার লিচুর, কারণ মালদহের বাগানগুলিতে এবার ব্যাপক ফলন হয়েছে লিচুর। মালদহের লিচু ইতিমধ্যে পাড়ি দিচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ ভিন রাজ্যে। মালদহের বাজারে মাত্র ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে লিচু। তবে গুটি প্রজাতির লিচুর দাম কিছুটা কম রয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে পাকতে শুরু করেছে বোম্বাই প্রজাতির লিচু। জামাইষষ্ঠীর আগেই বাজারে অনেকটাই সস্তায় মিলছে লিচু। আগামী কয়েকদিনে বাজারে আরও বেশি পরিমাণে বিক্রি শুরু হবে বোম্বাই প্রজাতির লিচু। এই বছর লিচুর ফলন বেশি হয়েছে তাই অনেকটাই সস্তায় মিলছে এবার লিচু।

মালদহের কালিয়াচকের তিনটি ব্লকে সব থেকে বেশি লিচুর চাষ হয়। এছাড়াও ইংরেজবাজার, মানিকচক ও রতুয়া ব্লকে লিচুর চাষ হয়ে থাকে। চলতি মরশুম প্রথম থেকেই লিচু চাষের পক্ষে অনুকূল। এই বছর মালদহে লিচুর রেকর্ড ফলন হয়েছে। এবছর প্রায় চোদ্দ হাজার মেট্রিক টন লিচু ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। এখন বাগানগুলিতে লিচু পাকতে শুরু করেছে। বিক্রিও শুরু হয়েছে বাজারে। প্রথম দিকে দাম বেশি থাকলেও বর্তমানে ধীরে ধীরে দাম কমতে শুরু করেছে। আগামী কয়েকদিনে মালদহের বাজারে আরও কম দামে লিচু বিক্রি হতে পারে।

বৃক্ষ সংরক্ষণ চান গাছ কাকু

আপনজন ডেস্ক: পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার গাছ কাকু নামে পরিচিতপশ্চিমবঙ্গ প্রকৃতি পরিষদের সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু বলেন, রোজ গাছ লাগাতে হবে, সংরক্ষণ করতে হবে। বাগনানে একটি পুরাতন বাড়িতে একটি পাকুড় গাছ কেটে ফেলছিল। সেটি তিনি শান্তনু করাতি, পরিবেশ প্রেমী সৈকত খাঁড়া, পৌলভী মিশ্র,আনন্দ গোপাল, দেবনাথ, সুবীর বসকে ফের রোপণ করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রকাশিত হল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: প্রকাশিত হল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল। প্রথম বাঁকুড়া জেলা স্কুলের কিংশুক পাত্র। দ্বিতীয় হয়েছে কল্যাণীর শুভ্রদীপ পাল। তৃতীয় হয়েছেন বিবস্বান বিশ্বাস। নদিয়ার বিবস্বান আইএসসিই বোর্ডের পড়ুয়া। চতুর্থ স্থানে আছে শিলিগুড়ির ইরাদ্রি বসু খাউন্ড। পঞ্চম স্থানে সাউথ পয়েন্টের ময়ূখ চৌধুরি। ষষ্ঠ স্থানে হুগলির ঋতম ব্যানার্জি। মেধাতালিকায় প্রথম দশের মধ্যে চার জন রয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের। চার জন সিবিএসই বোর্ডের। প্রসঙ্গত, প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পড়ুয়া। এবার পরীক্ষার্থী ছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৯২ । পাশের হার ৯৯.৫৩ শতাংশ।

সাগরদিঘী থানা প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলো সাগরদিঘী থানা প্রাঙ্গণে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সাগরদিঘী থানার সহায়তায় এবং সাগরদিঘী উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক সঞ্জীব দাসের জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার। গত মঙ্গলবার জন্মদিন থাকলেও বিশেষ কারণে বৃহস্পতিবার রক্তদান শিবির করা হয়। শিবিরে ৪০ জন নতুন রক্তদাতা এবং ৩০ জন মহিলা রক্তদাতা সহ মোট ১০২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সকল রক্তদাতার হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে চারা গাছ। এর পাশাপাশি চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয় সাগরদিঘী থানা প্রাঙ্গনে। বৃহস্পতিবার রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রবীর কুমার মন্ডল, সার্কেল ইন্সপেক্টর স্বরূপ বিশ্বাস, সাগরদিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিজন রায় সহ সাগরদিঘীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

দু'দিনে চারটি পাম্প চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আকাশে মেঘ থাকলেও দেখা নেই বৃষ্টির, ভরসা মোটর পাম্পের জল। কিন্তু পরপর দুই রাত্রে মাঠের চারটি মোটর পাম্প চুরি হওয়ায় জল কষ্টে মাথায় হাত চাষীদের। মঙ্গলবার ও বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ থানার অন্তর্গত কাপাসডাঙ্গা-মানিকনগর মাঠে। পাটকাঠির বেড়া দেওয়া ঘর হওয়ায় বেড়া ভেঙে দুটি মোটর পাম্প চুরি হয় বুধবার রাতে। তবে তার আগের রাতে অর্থাৎ মঙ্গলবার ইটের দেওয়াল না ভাঙলেও টিনের দরজা কেটে দুটি মোটর পাম্প চুরি হয় একই মাঠে। কাপাসডাঙ্গা, শশীধরপুর, কালিকাপুর, শিবনগর গ্রামের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকার বৃহৎ মাঠে গত সপ্তাহ খানেকের মধ্যে প্রায় ১০ টি মোটর পাম্প চুরি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। মুর্শিদাবাদ থানায় মোটর পাম্প মালিকেরা পাম্প চুরির অভিযোগ করেছেন।

প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষায় নাগরিক সচেতনতা নিয়ে ওয়েবিনার

নায়ীমূল হক ● কলকাতা

আপনজন: ৫ জুন বুধবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অনুসন্ধান কলকাতা আয়োজন করেছিল বাঙালি বিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলাপচারিতা। 'দাও ফিরে সে অরণ্য' শীর্ষক এই আলাপচারিতায় অংশ নেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চার বিজ্ঞানী। বাংলাদেশ নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডক্টর বিধানচন্দ্র দাস, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত নদী বিশারদ অধ্যাপক ডক্টর মলয় মুখোপাধ্যায়, মেমফিস কলেজ অফ মেডিসিনের অধ্যাপক ডক্টর নেওয়াজেস মন্ডল এবং ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞান সংস্থার প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট অধ্যাপক ডক্টর মতিয়ার রহমান খান।

তাঁরা প্রত্যেকেই বলেন, প্রকৃতির ভারসাম্য ও জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা কতটা জরুরি, তা আজ আমাদের সকলকে বুঝতে হবে। কেবলমাত্র শিক্ষিতরাই নন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। নইলে উন্নতি ও প্রগতির নামে আমরা যেভাবে স্বেচ্ছাচার করেছি, তার মূল্য চোকানোর দিন অতি নিকটে। বলা যায় আমরা খাদের

প্রায় কিনারে পৌঁছে গিয়েছি। প্রকৃতির সুসামঞ্জস্যশীল গঠনের উপর আমরা হাত দিয়েছি। আমরা মরুভূমিকে বানাতে চাইছি সবুজ,শস্য, শ্যামলা। কৃত্রিমভাবে হয়তো আমরা তা করতেও পারি। তবে, তা কতটা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক! অবশ্যই ভাবার দিন এসে গিয়েছে।

আমেরিকার প্রতিটি স্কুল কলেজ শহরে এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বহু আগে থেকে। জলের অপচয়, খাদ্যের অপচয় ইত্যাদি রোধে বিভিন্ন রকমের পদক্ষেপ সেখানে নেওয়া হয়েছে। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মেনে চলার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর প্রায় সেখানকার সমস্ত পরিবার। বিজ্ঞানীরা আহ্বান জানান, প্রকৃতি তথা সৃষ্টির সকল সম্পদের পুনরুদ্ধার ও তার যথাযথ সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের সকলকে, ভাগাভাগি

করে। প্রয়োজনে আমাদেরই স্বার্থে কড়া আইনও প্রণয়ন করতে হবে। আশার কথা দেরিতে হলেও, তা অতি দ্রুত বুঝতে শিখছি আমরা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছোচ্ছেন। তাঁরা হিমবাহ ধ্বংস করতে দিতে আর রাজি নন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অনুসন্ধান কলকাতা রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজন করেছিল রচনা লেখা ও নিজে আঁকো প্রতিযোগিতা। ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। এদিন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। পাঠভবন সোসাইটির পক্ষ থেকে বিজয়ী প্রতিযোগীদেরকে পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করা হয় এদিন। উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেস এডুকেশনাল হাব করতে চলেছে মেধা অন্বেষা পরীক্ষা। তাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত

বাড়িয়ে দিয়েছে অনুসন্ধান কলকাতা। এদিন মেধা অন্বেষা বা সায়েন্স ট্যালেন্ট-এর উপর একটি অনুশীলন পুস্তক প্রকাশ করেন তামিম ইসলাম।

এদিন বিশ্ব পরিবেশ দিবস অনুষ্ঠানের সূচনা ও সমাপ্তি বক্তৃতা রাখেন অনুসন্ধান কলকাতার সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ডক্টর কমল কৃষ্ণ দাস, অধ্যাপিকা অরুনিমা মহাপাত্র, মিতালী মুখার্জী, নাফিসা ইসমাত প্রমুখ।

অনুসন্ধান কলকাতার উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বিজয়ী হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ক্লাস ওয়ান থেকে ফোর অংকন প্রতিযোগিতায় প্রথম খাটুরা গার্লস প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী সুজাস বিশ্বাস, দ্বিতীয় সালকিয়া গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী অনুষ্কা দোলুই, তৃতীয় হিন্দু স্কুলের সুভাদিত্য ঘোষ এবং লক্ষ্মী জনার্দনপুর আনন্দ লাল প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র শুভদীপ জানা। ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম চম্পাহাটি নীলমণিকর বিদ্যালয়ের ছাত্র হীরক মন্ডল, দ্বিতীয় জুলিয়েন ডে স্কুল কল্যাণীর ছাত্র অভ্রনীল দাস, সাউথ এন্ড স্কুলের ছাত্র মাহমুদ সুলতান এবং সালকিয়া গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী আরাত্রিকা হাজরা। ক্লাস সেভেন থেকে ৮ এর অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম চম্পাহাটি গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী পূর্বাশা মন্ডল, দ্বিতীয় সালকিয়া হিন্দু স্কুলের ছাত্র উদিত গুহ, তৃতীয় সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির গার্লস স্কুলের ছাত্রী অদিত্যা হালদার। ক্লাস নাইন- টেন রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম বারাসাত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুলের ছাত্র অরুনাভ মন্ডল, সালকিয়া গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী সুকন্যা দাস, এবং তৃতীয় ভোজেরহাট সারদা দেশপ্রিয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নাজমিন আলম। ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ এর রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুলের ছাত্র আকাশ দাস, দ্বিতীয় সালকিয়া হিন্দু স্কুলের ছাত্র জিৎ বিশ্বাস, এবং তৃতীয় বদনগঞ্জ স্কুলের ছাত্রী সুরঞ্জনা ঘোষ।

ব্রাজিলের ৭-১ গোলের হারে কেঁদে ফেলা এনদ্রিক কোপায় ‘জীবন দিতে প্রস্তুত’

আপনজন ডেস্ক: সেটা ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানের হার। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে সেই হারকে ধরা হয় ‘মারাকানাজ্জো’র পর সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হিসেবে। কেউ কেউ অবশ্য বেলো হরিজেন্তের সেই হারকে মারাকানাজ্জোর চেয়েও মর্মন্তুদ বলে মনে করেন। কোন হার নিয়ে কথা হচ্ছে, নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন? ২০১৪ বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল, জার্মানির কাছে ব্রাজিলের ৭-১ গোলের হার।

এনদ্রিকের বয়স তখন আট বছর। ব্রাজিলের সেই হারে অল্প বয়সী এনদ্রিক চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। অন্য অনেক ভক্তের মতোই কেঁদেছিলেন। কিন্তু দিন গড়িয়ে সেই এনদ্রিক এখন ব্রাজিলের জাতীয় দলের ‘ভবিষ্যৎ।’ ডাক পেয়েছেন কোপা আমেরিকার ব্রাজিল দলেও। ১৭ বছর বয়সী এ স্ট্রাইকার এবারই প্রথম কোপা আমেরিকায় খেলবেন। যুক্তরাষ্ট্রে ২০ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্ট সামনে রেখে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো’কে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এনদ্রিক। সেখানে জানিয়েছেন, কোপা আমেরিকার জন্য তিনি নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গত বছর কলম্বিয়ার বিপক্ষে ব্রাজিলের হয়ে অভিষেক এনদ্রিকের। জাতীয় দলের হয়ে এ পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ২ গোল করেছেন জুলাইয়ে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে যাওয়া এ স্ট্রাইকার। এবার ব্রাজিলের হয়ে প্রথমবারের মতো কোনো চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্টে মাঠে নামার অপেক্ষায় এনদ্রিক। যেখানে (কোপা আমেরিকা) দশম মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপার খোঁজ করবে ব্রাজিল। এনদ্রিক এ টুর্নামেন্ট নিয়ে বলেছেন, ‘ফাইনালে উঠতে নিবেদনের কোনো ঘাটতি থাকবে না। সৃষ্টিকর্তা চাইলে হয়তো চ্যাম্পিয়নও হতে পারি। দলের সঙ্গে এটাই আমার প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্ট। আমি নিজের জীবন দিয়ে দেব।’

জার্মানির বিপক্ষে ২০১৪ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ব্রাজিলের সেই হারের স্মৃতি নিয়ে এনদ্রিক বলেছেন, ‘তখন ছোট ছিলাম। খুব বেশি কিছু বুঝতাম না। ব্রাজিলের প্রতিটি গোল ও জয়ে উল্লাস করেছি। নেইমারের চোটে কেঁদেছি, (ব্রাজিল) বাদ পড়ার পর কেঁদেছি।’

কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের খুদে ফুটবলপ্রেমীদের মুখে হাসি ফোটানোর ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন এনদ্রিক। এ জন্য ব্রাজিলের খুদে সমর্থকদের প্রতি বার্তাও দিলেন ব্রাজিল স্ট্রাইকার, ‘ছোটদের জন্য একটি বার্তা দিতে চাই। শুধু তারাই আমার কাছে প্রাধান্য পায়। মনে আছে, সাত কিংবা আট বছর বয়সে প্রথম বিশ্বকাপ দেখেছি, সেটা ২০১৪ টুর্নামেন্ট। আশা করি ছোটরা আমাদের খেলা এবং নিবেদন দেখে রোমাঞ্চ অনুভব করবে। আমরা নিজেদের নিংড়ে দেব।’

লস অ্যাঞ্জেলেসে কোস্টারিকার মুখোমুখি হয়ে কোপা আমেরিকা অভিযান শুরু করবে ব্রাজিল।

বিশ্বকাপে উগান্ডার ঐতিহাসিক জয়

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপই পারে এমন দারুণ গল্পের জন্ম দিতে! অবশ্য গল্পটা উগান্ডার জন্যই বোধ হয় দারুণ। পাপুয়া নিউগিনির জন্য স্বপ্নভঙ্গের। লড়াই করতে করতে আরও একবার হেরেছে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ খেলতে আসা পাপুয়া নিউগিনি। বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৫ উইকেটে হারের পর আজ উগান্ডার বিপক্ষে ৩ উইকেটে হেরেছে তারা।

গায়ানায় পাপুয়া নিউগিনির দেওয়া ৭৮ রানের লক্ষ্য উগান্ডা টপকে গেছে ১০ বল হাতে রেখে। দলটির স্বপ্নভঙ্গের গল্পে উগান্ডার আগ্রহ থাকার কথা নয়। কারণ, উগান্ডা যে প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে এসেই ঐতিহাসিক জয় তুলে নিয়েছে! সেটাও মাত্র দ্বিতীয় ম্যাচে। তাই দিনটা তাদের জন্য শুধুই উৎসবের।

টস জিতে ফিল্ডিং করা উগান্ডা মাত্র ৭৮ রানের লক্ষ্য পেয়েও সহজে জয় পায়নি। একটা পর্যায়ে তো এই ৭৮ রানই মনে হয়েছে দূরের পথ। মাত্র ২৬ রানেই ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল উগান্ডা। সেখান থেকে দলকে টেনে তোলেন রিয়াজাত আলী শাহ।

৫৬ বলে ৩৩ রানের ইনিংস খেলেন এই ব্যাটসম্যান। ওয়ানডে মেজাজের এই ইনিংসই এখন উগান্ডার ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা ইনিংসের মর্যাদা পেতে পারে। তিনি অবশ্য ম্যাচটি জিতিয়ে আসতে পারেননি। জয় থেকে ৩ রানের দূরত্বে উইকেট দিয়ে আসেন রিয়াজাত। তাতে কী! ম্যাচসেরার পুরস্কারটা তাঁর হাতেই উঠেছে। অবশ্য উগান্ডার ম্যাচ জয়ের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল তাদের বোলাররা। একজনের নাম আলাদা করে বলতে হবে। বিশ্বকাপ শুরুর আগে থেকেই অবশ্য তিনি আলোচনায়। অভিষেকের পর ২৭ বছর অপেক্ষা করে বিশ্বকাপ খেলা ৪৩ বছর বয়সী ফ্র্যাঙ্ক এনসুবুগা বিশ্বকাপে নিজের প্রথম ম্যাচেই গড়েছেন রেকর্ড।

আজ ৪ ওভারে ৪ রানে ২ উইকেট তুলে নিয়েছেন এই স্পিনার—টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসে সবচেয়ে কিপটে স্পেল। এর আগে সবচেয়ে কিপটে স্পেলের রেকর্ড ছিল আনরিখ নর্কিয়ার। এই বিশ্বকাপেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪ ওভার বোলিং করে ৭ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন নর্কিয়া। উগান্ডার হয়ে ২ টি করে উইকেট নিয়েছেন আলপেশ রামজানি, কসমাস কিয়েউতা ও জুমা মিয়াজি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসে ওভারপ্রতি সবচেয়ে কম রান উঠেছে এই ম্যাচে। আজকের ম্যাচে ওভারপ্রতি রান উঠেছে ৪.১৩ করে। এর আগে ওভারপ্রতি সর্বনিম্ন রান ছিল শ্রীলঙ্কা বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে। সেটিও হয়েছিল এবারের বিশ্বকাপে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটিই পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে উগান্ডার প্রথম জয়। আর এই হারে বিশ্বকাপে এখনো জয়হীন রয়ে গেল পাপুয়া নিউগিনি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
পাপুয়া নিউগিনি: ১৯.১ ওভারে ৭৭ (হিরি হিরি ১৫, কিপলিং দোরিগা ১২, লেগা সিয়াকা ১২; ফ্র্যাঙ্ক এনসুবুগা ৪-২-৪-২, আলপেশ রামজানি ৪-১-১৭-২)
উগান্ডা: ১৮.২ ওভারে ৭৮/৭ (রিয়াজাত আলী শাহ ৩৩, জুমা মিয়াজি ১৩; আলেই নাও ৪-০-১৬-২, নরমান ভানুয়া ৪-০১৯-২)
ফল: উগান্ডা ৩ উইকেটে জয়ী
ম্যাচসেরা: রিয়াজাত আলী শাহ

শততম ম্যাচে গোল ডি ব্রুইনার, এমবাপ্পের গোল, হলান্ডের হ্যাটট্রিক

আপনজন ডেস্ক: বেলজিয়াম ২-০ মন্টেনিগ্রো
ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (ইউরো) খেলতে জার্মানিতে যাওয়ার আগে প্রস্তুতিমূলক দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বেলজিয়াম। ব্রাসেলসে গতকাল রাতে তার প্রথম ম্যাচে মন্টেনিগ্রোকে ২-০ গোলে হারিয়েছে বেলজিয়াম। জাতীয় দলের হয়ে নিজের শততম ম্যাচে গোল পেয়েছেন বেলজিয়ান তারকা কেভিন ডি ব্রুইনা।

ডিফেন্সের ভুলে নিজের পজিশনে থাকতে পারেননি মন্টেনিগ্রো গোলকিপার। এ সুযোগে দূরপাল্লার দারুণ শটে গোল করেন ডি ব্রুইনা। ৮৮ মিনিটে মিলোস ব্রানোভিচ লাল কার্ড দেখায় ১০ জনের দলে পরিণত হয় মন্টেনিগ্রো। এর ২ মিনিট পর মন্টেনিগ্রোর বক্সে ফাউলের শিকার হন জেরেমি ডকু। পেনাল্টি পায় বেলজিয়াম। ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্তে স্পটকিক থেকে গোল করেন লিয়ান্দ্রো ত্রোসার।

বেলজিয়ামের অষ্টম খেলোয়াড় হিসেবে জাতীয় দলের হয়ে শততম ম্যাচ খেললেন ডি ব্রুইনা। এই পথে ২৭ গোল করার পাশাপাশি ৪৯ গোলও করিয়েছেন। জয়ের পর ডি ব্রুইনা বলেছেন, ‘বেলজিয়ামে নিজের শততম ম্যাচ খেলতে পেরে ভালো লাগছে। শুরুটা ভালো হলো। গোল করতেও ভালো লেগেছে।’ শনিবার ব্রাসেলসে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে দ্বিতীয় প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলবে বেলজিয়াম। আগামী সপ্তাহে জার্মানি রওনা হবে তারা।

ফ্রান্স ৩-০ লুক্সেমবার্গ
ইউরোর প্রস্তুতিমূলক ম্যাচে মেৎসে লুক্সেমবার্গকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে স্বাগতিক ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপ্পে গোল করার পাশাপাশি দুটি গোল করিয়েছেন। ইউরোয় খেলতে জার্মানিতে রওনা হওয়ার আগে রোববার কানাডার বিপক্ষে শেষ প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলবে ফ্রান্স।

৪৩ মিনিটে এমবাপ্পের পাস থেকে হেডে গোল করেন ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড রান্দাল কোলো মুয়ানি। বিরতির পর ম্যাচের ৭০ মিনিটে এমবাপ্পের পাস থেকে বুলেট গতির শটে গোল করেন জোনাথন ক্লাউস। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট আগে নিচু শটে ফ্রান্সের হয়ে নিজের ৪৭তম গোলটি করেন এমবাপ্পে। পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর ফ্রান্সের হয়ে এটাই ছিল তাঁর প্রথম ম্যাচ। সব মিলিয়ে ফ্রান্সের হয়ে ৭৮ ম্যাচে মোট ৮০ গোলে অবদান রাখলেন এমবাপ্পে।

ফ্রান্সের হয়ে অভিষেক ম্যাচে এমবাপ্পেকে দিয়ে গোল করিয়েছেন ফরোয়ার্ড ব্রাডলি বারকোলা। ম্যাচ শেষে বারকোলা বলেছেন, ‘গর্ব লাগছে। কী করতে পারি সেটা দেখাতে মুখিয়ে ছিলাম। ভালো লাগছে কারণ আমি একটি গোল করিয়েছি এবং ম্যাচটা ৩-০ গোলে জিতেছি।’

নরওয়ে ৩-০ কসোভো
অসলোয় প্রীতি ম্যাচে কসোভোর বিপক্ষে নরওয়ের ৩-০ গোলের জয়ে হ্যাটট্রিক করেন আর্লিং হলান্ড। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এবারের মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতা হলান্ডের ক্যারিয়ারে এটি ২২তম হ্যাটট্রিক। প্রথমার্ধে একটি এবং বিরতির পর দুটি গোল করেন হলান্ড।

নরওয়ের হয়ে ৩২ ম্যাচে এ নিয়ে ৩০ গোল করলেন হলান্ড। ম্যানচেস্টার সিটি তারকা আর ৪ গোল করলেই নরওয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হবেন। ৪৫ ম্যাচে ৩৩ গোল নিয়ে এ তালিকায় শীর্ষে নরওয়ের সাবেক স্ট্রাইকার জোর্গেন জুভ। কসোভোর পোস্ট তাক করে নেওয়া চারটি শটের মধ্যে তিনটিতেই গোল পেলেন হলান্ড। গত বছর অক্টোবরের পর নরওয়ের হয়ে এ ম্যাচেই প্রথম গোল করলেন সিটি তারকা। শনিবার পরের প্রীতি ম্যাচে ডেনমার্কের মুখোমুখি হবে নরওয়ে। এবার ইউরোর মূল পর্বে জায়গা করে নিতে পারেনি নরওয়ে।

রোহিতের ২০০তম ছক্কায় মোস্তাফিজ, ৫০০তম ছক্কায় মাহমুদউল্লাহ, ৬০০তম ছক্কায় লিটল

আপনজন ডেস্ক: আয়ারল্যান্ড সর্বসাকুল্যে তুলেছিল ৯৬। রোহিত শর্মা একাই করেছেন ৩৭ বলে ৫২। তারপর অবশ্য কাঁধের ব্যথায় রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছেড়েছেন। কিন্তু এর আগেই কয়েকটি মাইলফলকের দেখা পান রোহিত। টি-টোয়েন্টিতে ভারতের অধিনায়ক হিসেবে সর্বোচ্চ ম্যাচ জয়ের রেকর্ডে (৪২) রোহিত গতকাল পেছনে ফেলেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। মাহেলা জয়াবর্ধনে ও বিরাট কোহলির পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে পেয়েছেন ১ হাজার রানের মাইলফলকের দেখাও। শুধু কি তাই? আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ৪ হাজার রানের মাইলফলকও টপকেছেন রোহিত। ছেলেদের এই সংস্করণে বিরাট কোহলির পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান রোহিতের। তিনে পাকিস্তানের বাবর আজম। তবে ভারত অধিনায়ক রোহিত একটি জায়গায় প্রথম। সেটি ছক্কা মারায়। নিউইয়র্কে গতকাল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ৮ উইকেটে জয়ের ম্যাচে দশম ওভারে রিটায়ার্ড হার্ট হন রোহিত। এর আগে নবম ওভারে আইরিশ পেসার জশ লিটলকে টানা দুই ছক্কা মারেন। শেষের ছক্কাটি মারেন ফাইন লেগের ওপর দিয়ে এবং সেটা ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রোহিতের ৬০০তম ছক্কা! প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে তিন সংস্করণ মিলিয়ে এই মাইলফলকের দেখা পেলেন রোহিত। এই পথে রোহিত বেশ আগেই পেছনে ফেলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি ক্রিস গেইলকে। ৪৮৩ ম্যাচে ৫৫১ ইনিংসে ৫৫৩ ছক্কা মেরে দুইয়ে ‘ইউনিভার্স বস’। ৪৭৩ ম্যাচে ৪৯৯ ইনিংসে ৬০০ ছক্কা নিয়ে শীর্ষে রোহিত। তিন সংস্করণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫০০-এর বেশি ছক্কা মারার কীর্তি শুধু এ দুজনেরই—ইউনিভার্স বস ও হিটম্যান! শহীদ আফ্রিদি এ তালিকায় তৃতীয়। ৫২৪ ম্যাচে মোট ৫০৮ ইনিংসে ৪৭৬ ছক্কা মেরেছেন পাকিস্তান কিংবদন্তি। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিন সংস্করণ মিলিয়ে ৪০০-এর বেশি ছক্কা আছে শুধু এই তিন ব্যাটসম্যানের। বাকিরা এর নিচে। কিন্তু কত নিচে—এ প্রশ্নে উঠে আসতে পারে বাংলাদেশের প্রসঙ্গও। আচ্ছা, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিন সংস্করণ মিলিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছেন কে? তামিম ইকবাল। ৩৯১ ম্যাচে ৪৫২ ইনিংসে ১৮৯ ছক্কা মেরেছেন তামিম। দ্বিতীয় মাহমুদউল্লাহ। ৪১৩ ম্যাচে মোট ৪১৬ ইনিংসে তামিমের চেয়ে একটি ছক্কা কম মেরেছেন মাহমুদউল্লাহ—১৮৮। হার্শেল গিবস, ম্যাথু হেইডেন, কুমার সাঙ্গাকারা, বাবর আজমের মতো ক্রিকেটাররা ছক্কা মারায় তামিম-মাহমুদউল্লাহর চেয়ে পিছিয়ে। ৪৬১ ম্যাচে মোট ৫০৯ ইনিংসে ১৭১ ছক্কা নিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে তৃতীয় মুশফিকুর রহিম। তারপরই সাকিব আল হাসান। ৪৩৬ ম্যাচে ৪৭৭ ইনিংসে ১৩৩ ছক্কা নিয়ে চারে সাকিব। রোহিত ৬০০ ছক্কার মধ্যে ১৯৩টি মেরেছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে। এ সংস্করণে রোহিতের ছক্কাসংখ্যাই সর্বোচ্চ।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ক্রিকেটের ‘সুপার বোল’: শহীদ আফ্রিদি

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তান যেকোনো দলের জন্যই চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে, গত কয়েক বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপগুলোই এর প্রমাণ। এ বছর পারফরম্যান্স অধারাবাহিক হলেও আমার বিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভালো করার মতো যথেষ্ট রসদ আছে তাদের। সর্বশেষ দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান ফাইনাল খেলেছে। এবারের দলটার প্রতিভা নিয়েও কোনো সন্দেহ নেই। ক্যারিবীয় কন্ডিশনেই পাকিস্তানের ভালো করার সম্ভাবনা বেশি, বিশেষ করে বোলিংয়ে। পাকিস্তানের ফাস্ট বোলাররা অন্য যেকোনো দলের চেয়ে এগিয়ে। বিশ্বকাপে অবশ্য সেরা সমন্বয় ঠিক করাটা জরুরি। সে জন্য পাওয়ারপ্লেতে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে হবে। ১৪তম ওভার পর্যন্ত বেশি স্ট্রাইক রেটে খেলতে হবে। ফিনিশিংটাও জরুরি। এ বছর দল অতটা ভালো না করলেও ইতিবাচক থাকতে হবে, প্রত্যেক খেলোয়াড়কে তার দায়িত্বের ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে। পাকিস্তান যদি দলগতভাবে খেলতে পারে, তাহলেই স্বপ্ন সত্যি হবে। যখন শুনলাম টুর্নামেন্টটা ক্যারিবিয়ানে হচ্ছে, তখন আমি বেশ রোমাঞ্চিত অনুভব করলাম। ২০১০ সালে সর্বশেষ যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হয়েছিল, তখন আমি ছিলাম পাকিস্তান দলের অধিনায়ক। দারুণ সব স্মৃতি আছে ওই টুর্নামেন্টের। অলরাউন্ডার হিসেবে আমি সেখানকার কন্ডিশন বেশ উপভোগ করেছি। কারণ, ব্যাটসম্যান ও বোলারদের জন্য উইকেটে সমান সাহায্য ছিল। এখন দায়িত্বটা খেলোয়াড়দের। তাদের দ্রুত কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। এখানে ব্যাটসম্যানদের শট নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, বোলারদের খুঁজে নিতে হবে সঠিক লাইন-লেংথ। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটের জন্যও টুর্নামেন্টটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিজে সেখানে ক্রিকেট খেলাটা বেশ উপভোগ করেছি। যারা সেখানে খেলেনি, তাদের জন্য বলছি, যুক্তরাষ্ট্রের কন্ডিশন অনেকটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতোই। আমি নিশ্চিত, সেখানকার দর্শকেরা খেলা উপভোগ করবে। প্রবাসীদের বিশাল অংশ ক্রিকেট ভালোবাসে। আর যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ বরাবরই খেলাপ্রিয়, সেটা আমেরিকান ফুটবল হোক কিংবা বাস্কেটবল, বেসবল। আমার বিশ্বাস, আগামী কয়েক বছরে ক্রিকেটও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার খেলায় জায়গা করে নেবে। তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য এটি নিশ্চিতভাবেই দারুণ খবর।

এই বিশ্বকাপের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের যাঁরা খেলাটার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, তাঁদের একটি বিষয় জানা উচিত। ক্রিকেটে পাকিস্তান-ভারত ম্যাচ অনেকটা সুপার বোলের মতো। আমি নিজেও খেলোয়াড়ি জীবনে ভারতের বিপক্ষে খেলতে মুখিয়ে থাকতাম। যেকোনো খেলার সবচেয়ে বড় দ্বৈরথ এটি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ খেলার সময় ভারতীয় সমর্থকদের কাছ থেকেও অনেক ভালোবাসা আর সম্মান পেয়েছি। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই।

আলবিদা সুনীল...

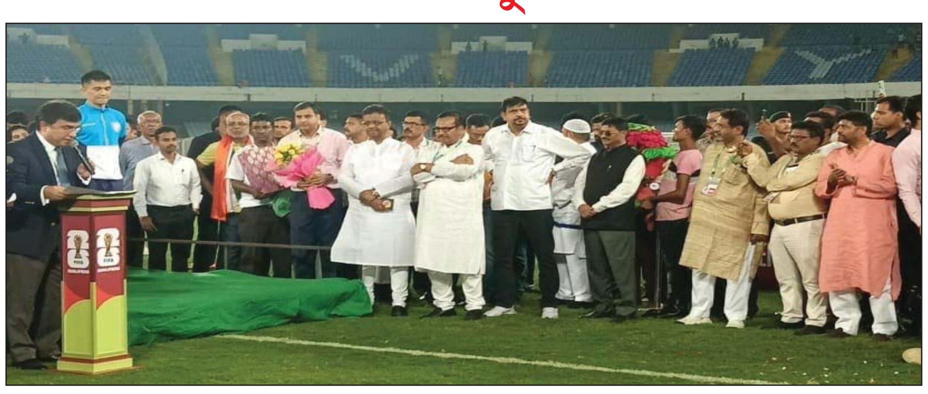

আপনজন: অবসর নিলেন ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তী ফুটবলার সুনীল ছেত্রী। বৃহস্পতিবার দেশের জার্সিতে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামেন কুয়েতের বিরুদ্ধে। ভারতীয় ফুটবল টিমের দলনায়ক প্রবাদপ্রতিম ফুটবলার সুনীল ছেত্রীর বিদায়ী ম্যাচ কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক খেলা ভারত এবং কুয়েত দুই দেশের মধ্যে। মাঠে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী সুজিত বোস, সাংসদ পার্থ ভৌমিক, কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ সহ বিশিষ্টজনেরা। রাজ্য সরকার সহ বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের পক্ষ থেকে সুনীল ছেত্রীকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয়। সুনীল ছেত্রী নিজেও আবেগপূর্ণ হয়ে পড়েন। তাঁর চোখের কোণ চিকচিক করে ওঠে। চোখ মুছতে দেখা যায় তাঁকে। এক আবেগঘন পরিবেশ তৈরী হয়। ছবি: মনিরুজ্জামান

কীভাবে বোলিং করতে হয়, নিউইয়র্কে গিয়ে ‘শিখলেন’ ডেল স্টেইন

আপনজন ডেস্ক: নিউইয়র্কে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। অন্য রকম এক অভিজ্ঞতাই। তবে সে শহরে গিয়ে ‘নতুন’ এক অভিজ্ঞতা হলো ডেল স্টেইনের। তিনি যে সেখানেই শিখলেন ক্রিকেট বোলিং! প্রথমবারের মতো ক্রিকেট বিশ্বকাপ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। এটিতে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার স্টেইন। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ফাস্ট বোলার। তাতে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘টুক আ বাইট আউট্টা বিগ অ্যাপল।’ সাধারণত এ কথা দিয়ে নিউইয়র্ককে চেনাজানার ব্যাপার বোঝানো হয়। তা সেই নিউইয়র্ককে কেমন জানলেন স্টেইন? স্টেইনের পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ‘ক্রিকেট বোলিং এক্সপেরিয়েন্স’ নামের একটি জায়গা। সেখানে নেট দিয়ে ঘেরা একটা কৃত্রিম পিচের এক প্রান্তে উইকেট রাখা। একজন স্টাফ আগ্রহীদের শেখাচ্ছেন—কীভাবে ক্রিকেটের বোলিংটা করতে হয়। স্টেইন গিয়েছিলেন সেখানেই। কীভাবে হাত ঘোরাতে হবে, কীভাবে বল উইকেটের আগেই ‘বাউন্স’ করাতে হবে—স্টেইনকে এমন পরামর্শ দিচ্ছিলেন সেই ‘স্টাফ’। একটা ডেলিভারির পর স্টেইনকে বাহবাও দিতে শোনা গেছে। আইসিসির টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে রেকর্ড ২৬৪ সপ্তাহ শীর্ষে থাকা স্টেইনের পরিচয় সম্বন্ধে যে সেই স্টাফের কোনো ধারণাই নেই—সেটি স্পষ্টই।

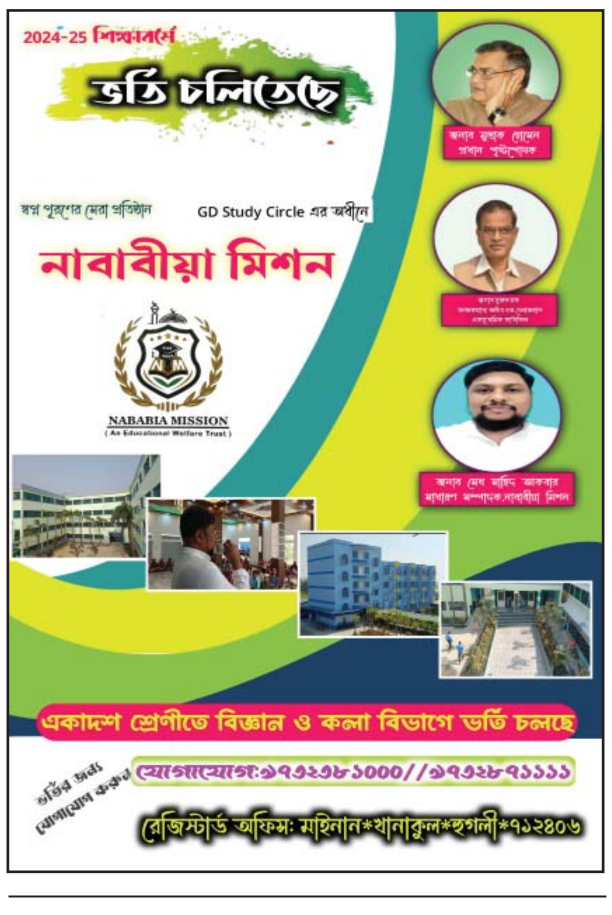

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**